॥ শ্রীঃ ॥

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

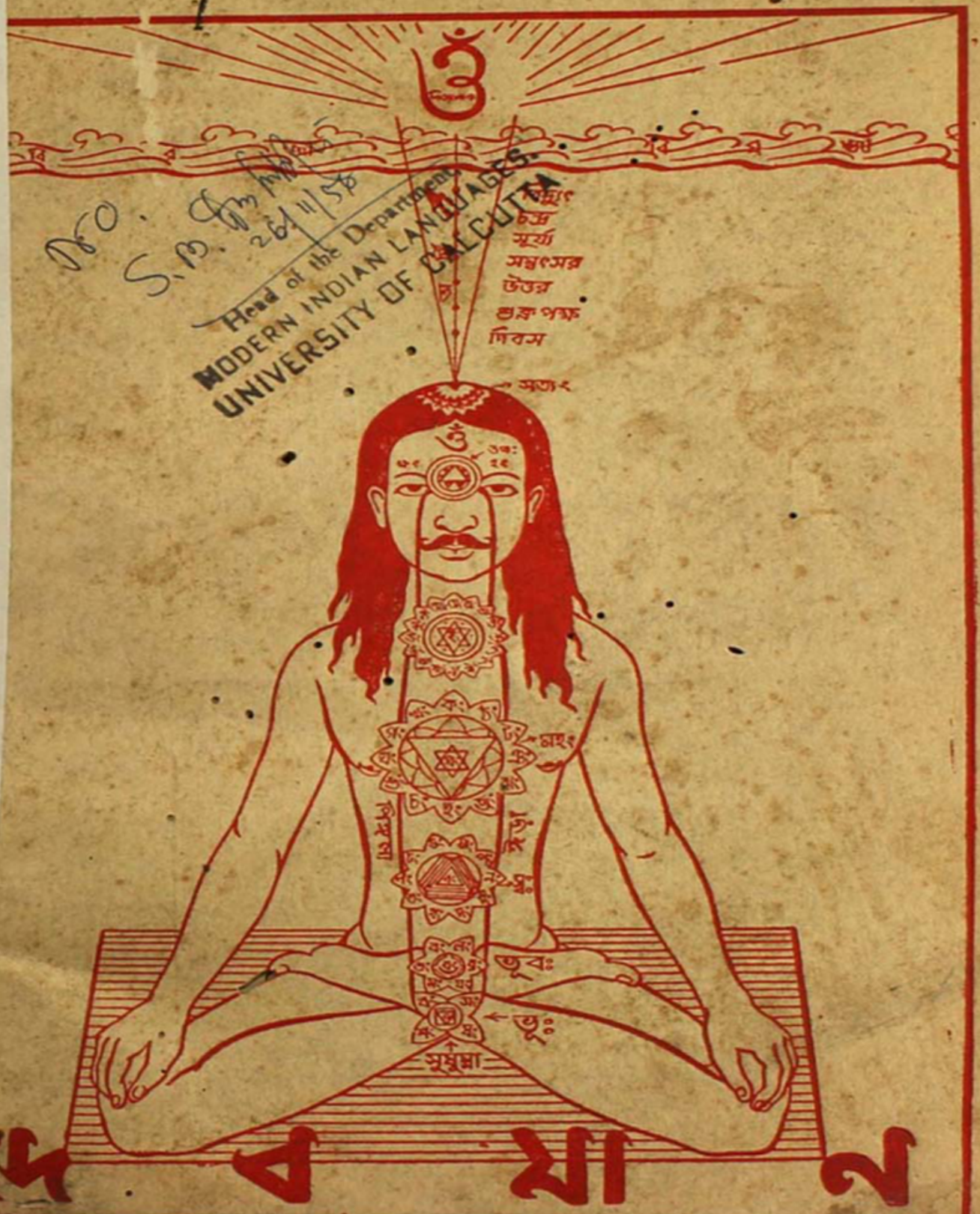

No. S.B. Thesis Appl. 26/11/58
Head of the Department
MODERN INDIAN LANGUAGES
UNIVERSITY OF CALCUTTA

দে ব যা ন

প্রথম বর্ষ : আষাঢ়, ১৩৬৩ সাল : একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

দেববান : আষাঢ়, ১৩৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্ষেপার ঝুলি—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ	
বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব —মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ	
যাবে সেখানে ?—মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার	
সন্তবাণী	
সুমিত্রা (কবিতা)—শ্রীমৃণালিনী দেবী	
ভক্তির সংজ্ঞা —ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্	৬৬৭
গীতা ও মনুসংহিতা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৬৯
নববর্ষে—অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৭৫
শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—শ্রীশ্রীঠাকুর	৬৭৩
পণ্ডিত কাশীরামদাস (কবিতা)—শ্রীসু-মো-দে	৬৭৮
জড় বিজ্ঞানের ভূমিকায় আত্মচেতনা—শ্রীনেপালচন্দ্র দাশ	৬৭৯
অনুরাগী (কবিতা)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮৩
শ্রীগৌরাঙ্গদেব—শ্রীঅনিলবরণ কাব্যপুরাণতীর্থ, এম্-এ	৬৮৪
প্রার্থনা—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৬৮৬
আল্‌বার লীলামৃত—শ্রীশ্রীঠাকুর	৬৮৮
সংবাদ	৬৯৫

—•—

॥ শ্রীঃ ॥

অষ্টম বর্ষ,
একাদশ সংখ্যা

দেবযান

আষাঢ়
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।
তস্মাদ্রামায়ণি কৌন্তেয় ভব ত্বং দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

—০—

ক্ষেপার ঝুলি

॥ সাধু দর্শন ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

ক্ষেপা আপন মনে রাম রাম করছে। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম! নামের বিরাম বিশ্রাম নাই। অবিরাম নাম করতে করতে কখনও বা হেই-হেই করে নাচ্‌ছে। এই নাচা আর রামরাম করার জন্য লোকে ক্ষেপা বলে। ক্ষেপা কারও কথা গ্রাহ্য না ক'রে সর্বদা রামরামই করে থাকে। সেদিন হলধর এসে ক্ষেপাকে বল্লে—আচ্ছা, ক্ষেপা বাবা, লোকে সাধু দেখ্‌তে কেন যায়—এ কি হুজুগ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। সাধু দেখা হুজুগ কেউ কেউ মনে করে। কিন্তু তা নয়!

গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দস্মৃতিকীর্ত্তনাৎ।
সাধুদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটীফলং লভেৎ॥

গীতার শ্লোকপাঠ, গোবিন্দের স্মৃতি কীর্ত্তন এবং সাধুদর্শনমাত্রেই কোটী তীর্থের ফললাভ হয়।

যে পঠন্তি নমন্তি ধ্যায়ন্তি পুরুষোত্তমম্।
তান্ স্পৃষ্ট্বা অথবা দৃষ্ট্বা নরৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যাঁরা পুরুষোত্তমের নাম পাঠ, তাঁকে ধ্যান অথবা প্রণাম করেন, তাঁদের স্পর্শ ক'রে অথবা দেখে মানুষ পাপ মুক্ত হয়।

"তদ্ধ তজ্জনং নাম, তজ্জনমিত্যুপাসিতব্যম্, স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।" —কেনোপনিষৎ ৪।৬

সেই ব্রহ্ম প্রাণীদিগের উত্তমরূপে ভজনীয় বলেই বিখ্যাত এবং জীবগণের উত্তমরূপে ভজনীয়রূপেই উপাস্য, যে কেহ এই ব্রহ্মকে এই প্রকারে উপাসনা করেন সমস্ত ভূতই তাঁকে প্রার্থনা করে থাকে। রামরাম সীতারাম। একান্তভাবে ভগবানকে যিনি আশ্রয় করে থাকেন তাঁকে ভূতমাত্রেই প্রার্থনা করবেই। রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। তা হলে ভগবানকে একান্তভাবে ভজনা করলে সাধুদের একটা শক্তি জন্মায়, যাতে লোক সকল অবশ হ'য়ে তার দিকে ছুটে যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম! তবে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লোকের যেমন আকর্ষণ হয়, রাজস তামস প্রকৃতির তেমন হয় না। তথাপি সমালোচনা করবার জন্যও তারা যায়। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম!

হলধর। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, ভগবানকে ভজনা করলে কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম! আগুনে লোহা ফেলে রেখে দিলে কি হয়?

হলধর। আগুন হয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম! তেমনি "স যো হ বৈ তৎ পরংব্রহ্ম বেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি।" —মুণ্ডক ৩।২।৯। যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন।

"ওঁ ব্রহ্ম বিদাপ্নোতিপরম্।"—তৈত্তিরীয়-উঃ।

যিনি পরম মহান্ ব্রহ্মকে জানেন তিনি সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। ব্রহ্মকে জানা মানে কি?

ক্ষেপা। ব্রহ্ম আছেন শাস্ত্রের দ্বারা এইরূপ জানার নাম পরোক্ষ জ্ঞান।

'ব্রহ্ম আমি'—এইরূপ জানার নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। ব্রহ্মতো ভগবান, তাঁকে দেখা যায়? এ যুগেতে মানুষ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, নিশ্চয়ই পারে। ভক্ত যখন দর্শনের জন্য সব ত্যাগ করে, এমন কি প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে ডাকতে থাকে, তখন তিনি স্থির থাকতে পারেন না, দর্শন দেন, বর দেন। রাম রাম সীতারাম।

হলধর। এই ভগবানকে দেখলে ব্রহ্মকে দেখা হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। হাঁ, এক অদ্বয় জ্ঞানকে জ্ঞানী ব্রহ্ম, যোগী পরমাত্মা এবং ভক্ত ভগবান বলেন। রাম রাম সীতারাম।

হলধর। যিনি ভগবানকে পেয়েছেন তাঁর কাছে মানুষ যা চায় তা পায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। যদি ঠিক বিশ্বাস ক'রে কেউ কিছু ব্রহ্মজ্ঞের কাছে চায়, তা পায়।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তি তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং হর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।

—মুণ্ডক ৩।১।১০।

বিশুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি যে যে লোক মনের দ্বারা সংকল্প করেন এবং যে যে ভোগ প্রার্থনা করেন সেই সমস্ত লোক এবং ভোগ প্রাপ্ত হন। অতএব যাঁরা ঐশ্বর্য্য কামনা করেন তাঁরা আত্মজ্ঞানীকে পূজা করবেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। সাধুদের দেখতে যাবার কারণ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম রাম রাম জয় রাম। চিরসমাধি জনিত ব্রহ্মামৃত পান-পরায়ণ সন্ন্যাসী পরমহংস অবধূত। "তদ্দর্শনেন সকলং জগৎ পবিত্রং ভবতি। তৎসেবাপরোঽজ্ঞোঽপি মুক্তো ভবতি।" তাঁহার দর্শনে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়। তাঁর সেবাপরায়ণ অজ্ঞও মুক্ত হয়ে থাকে। তাঁর একশত এককুল উদ্ধার হয়। তাঁর মাতাপিতা জায়া অপত্যবর্গও মুক্ত হয়।—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ।

"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে।" —ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭।

অনন্তর সেই দ্যুলোকের উপরে বিশ্বের পৃষ্ঠে সংসারের অতীতরূপে নিরতিশয়

উত্তমসত্যাদি লোকসমূহে যে ব্রহ্মের জ্যোতি ভাস্বল্যমান আছে তিনিই আবার পুরুষের দেহ মধ্যস্থিত জ্যোতি। যে সময় এই শরীরকে এমন ভাবে স্পর্শ করা হয় যাতে উষ্ণতা অনুভব হতে পারে, তখন তা সেই ব্রহ্ম জ্যোতির দর্শনের লিঙ্গ বা উপায়। যখন কর্ণরন্ধ্র আচ্ছাদন ক'রে রথচক্রের শব্দ, ষাঁড়ের ডাকের মত ধ্বনি, বা আগুন জ্বালার মত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় তাই সেই ব্রহ্মজ্যোতির শ্রবণের চিহ্ন। ঐ জ্যোতিকে দৃষ্ট শ্রুত বলে উপাসনা করতে হয়। যিনি তা করেন তিনি সকলের দর্শনীয় ও জগতে বিখ্যাত হন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। যিনি জ্যোতি ও নাদের উপাসনা করেন তিনি লোকের দর্শনযোগ্য ও জগতে খ্যাতি—সম্পন্ন হন। রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। তিনি যে জ্যোতি-নাদের উপাসক, লোকে কি করে বুঝতে পারবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। সকলের সাজে গুজে একজন তো খেলা করছেন, তিনিই জানিয়ে দেন। কোন সাধুর প্রতি লোকের স্বতঃই আকর্ষণ হচ্ছে দেখলে বুঝতে হবে সেই সাধু জ্যোতি-নাদ প্রভৃতি পেয়েছেন এবং অনন্য ভাবে ভগবানের উপাসনা করেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

"অন্তর্বাহ্যে লক্ষে দৃষ্টৌ নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতায়াং সত্যাং শাম্ভবীমুদ্রা ভবতি। তন্মুদ্রাঙ্কজ্ঞানি নিবাসাদ্ভূমিঃ পবিত্রা ভবতি। তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বে লোকাঃ পবিত্রা ভবন্তি। তাদৃশ পরমযোগি পূজা যস্ত লভ্যতে সোঽপি মুক্তো ভবতি।"

—অন্নপূর্ণা তারকোপনিষৎ।

অন্তর্লক্ষ্য নিমেষউন্মেষবর্জ্জিত দৃষ্টির নাম শাম্ভবীমুদ্রা। সেই মুদ্রাঙ্কজ্ঞানীর নিবাসে ভূমি পবিত্র হয়। তাঁকে দেখে সকলে পবিত্র হয়। তাদৃশ পরমযোগীর পূজা করবার সৌভাগ্য যিনি লাভ করেন তিনি মুক্ত হন।

হলধর। তাতে লোকের কি উপকার হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় জয় রাম সীতারাম। শিষ্য বল্লেন—"ভো ভগবান্ লোকস্য কঃ উপকারঃ।" হে ভগবন্, লোকের কি উপকার? রামরাম! গুরু বল্লেন—"উপকার স্ত্রিবিধশ্চেতি" উপকার তিনপ্রকার। রামরাম সীতারাম। শিষ্য—'তৎ কথং'—তা কি? রামরাম জয় জয় রাম। গুরু—'ইথং দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি, দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি। ভজনেন চোত্তরোত্তরং শ্রেয়ঃ বৃদ্ধি, সম্ভাষণেন মোক্ষো ভবতি। এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ সত্য স্বভাব রূপোঽহম্ এবংবিধো বোধঃ ভবতি। আচার্য্য প্রসাদাদজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনির্মুক্তোভবতি।'—ঐ। রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

দর্শন, ভজন ও সম্ভাষণ—দর্শনে পাপক্ষয়, ভজনে উত্তরোত্তর শ্রেয়বৃদ্ধি, আর সম্ভাষণের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। 'নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ সত্য স্বভাবরূপ আমি' এবং-প্রকার বোধ হয়। আচার্য্য প্রসাদে প্রবুদ্ধ হয়ে সংসার হ'তে বিশেষরূপে মুক্ত হয়। রামরাম সীতারাম জয়জয় রাম সীতারাম।

হলধর। তাহলে সাধুর দেখার ফলও বড় কম নয়!

সাধুর লক্ষণ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম।

ত্রিপ্রেব তু সতামাহ সন্তঃ পদমনুত্তমম্।
নচৈব ক্রহ্যাদ্দস্যাৎ সত্যাঞ্চৈব সদা বদেৎ॥ —মহাভারতে।

সাধুগণের তিনটী 'সাধুপদ' বলে থাকেন—কারুর দ্রোহ করেন না, দান করেন, সত্য বলেন।

ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥

সম্মান করলে আনন্দিত হন না। আর অপমান করলেও ক্রুদ্ধ হন না, যদি কখনো কোনও কারণে রাগের অভিনয় করেন তাহলেও কর্কশ-নিষ্ঠুর বাক্য বলেন না, রামরাম সীতারাম!

হলধর। সিদ্ধের লক্ষণ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম জয় জয় রাম।

সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ।
সিদ্ধমন্ত্রস্য তন্ত্রোক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তেঽত্রসিদ্ধয়ঃ॥ —বৌধায়ন।

রাম রাম। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধমন্ত্র-সিদ্ধের দাতা, ভোক্তা হয়েও অযাচক, এই তিনটী চিহ্ন প্রবর্ত্তিত হয়। রাম রাম জয় জয় রাম।

হলধর। ক্ষেপাবাবা, তুমি জীবন্মুক্তের লক্ষণ আরও বল।

ক্ষেপা। রামরাম জয়জয় রাম। কিছুতে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করে যিনি প্রাকৃত ভোগসকল ভোগ করেন তিনি জীবন্মুক্ত। —মহোপনিষৎ।

যিনি জরা মরণ আপৎ রাজভোগ বা দারিদ্র্য প্রভৃতি সকলই রমণীয়, এই ভেবে সে সব উপস্থিত হলে ভোগ করেন তিনি জীবন্মুক্ত। —ঐ ও যোগবাশিষ্ঠ।

জীবন্মুক্ত দুঃখদশাকে উপেক্ষা করেন না। সুখের আশা করেন। কার্য্যের সিদ্ধিতে আহ্লাদ অথবা অসিদ্ধিতে খেদ করেন না। —যোগবাশিষ্ঠ।

যিনি যে-ভাবের তার মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করে জ্ঞানিব্যক্তি তাঁকে বশে আনেন। —গরুড় পুরাণ।

সাধুদের সম্মানে অথবা দুর্জ্জনের উৎপীড়নে যিনি সমভাবে থাকেন তিনি জীবন্মুক্ত। —অধ্যাত্মোপনিষৎ।

রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। ক্ষেপাবাবা কি করে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় রাম।

ততঃ সিদ্ধমনুর্ভূত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্মুনিঃ।—রামরহস্যোপনিষদ।

মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক জীবন্মুক্ত হন। সর্ব্বদা 'গুরু' নাম জপ করলে জীবন্মুক্ত হন।

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরংমন্ত্রঃ।
যো জপেৎ সততং চিত্তে জীবন্মুক্ত স মানবঃ॥

—মুণ্ডমালাতন্ত্রে

দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই নাম যিনি সতত জপ করেন তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি বাহ্য বা মানসে সর্ব্বদা জপ করেন তিনি জীবন্মুক্ত।

রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোহি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃ সুধীঃ॥

—আদিত্য পুরাণে।

যে মানব সর্ব্বদা "শ্রীরাম" নাম উচ্চারণ করেন সেই সাক্ষাৎ রামাত্মক সুবুদ্ধিমান জীবন্মুক্ত হন।

রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যে বদন্তি স্বহর্নিশম্।
ন কস্যাপি ভয়ং তেষাং জীবন্মুক্তশ্চ তে নরাঃ॥—আনন্দরামায়ণে।

যাঁরা 'রাম' এই দ্ব্যক্ষর দিবারাত্র জপ করেন তাঁদের কারও ভয় থাকে না, সেই মানবগণ জীবন্মুক্ত।

রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। ও ক্ষেপা বাবা, তাই তুমি সদা সর্ব্বদা রাম রাম কর, এতদিনে তোমায় চিন্তে পারলাম। আমায় একটা উপায় বলে দাও ক্ষেপা বাবা।

ক্ষেপা। রামরাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কেবল রামরাম করবে। আর যেখানে সাধু আছেন শুনবে দেখতে যাবে। কিছু করতে হবে না, সাধু যদি একবার তোমার দিকে ফিরে চান তাহলেই কৃতার্থ হয়ে যাবে।

যস্যানুভব পর্য্যন্তো বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

"খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্দৃষ্টিগোচরাঃ।
"সদ্যএব বিমুচ্যন্তে কোটী জন্মার্জ্জিতৈরপৈঃ॥—নরাহোপনিষৎ।

যিনি বুদ্ধিতত্ত্ব অনুভব করতে পেরেছেন তাঁর দৃষ্টিপথে যারা পড়বে তারা সমস্ত পাতক হতে মুক্ত হবে। ব্রহ্মবিদের দৃষ্টি গোচর খেচর পক্ষী প্রভৃতি, ভূচর মানুষ পশু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপি হতে তৎক্ষণাৎই বিমুক্ত হয়ে যায়। রাম রাম রাম রাম রাম জয় জয় রাম রাম রাম।

"হলধর। জয় রাম। সাধু, জীবন্মুক্ত পুরুষ একবার যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে মানুষের তো কথা নাই, পশু পক্ষীরও কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

কি আনন্দ সংবাদ! যাই ছুটে যাই, সকলকে বলিগে—ওরে তোরা কিছু করতে পারিস আর না পারিস সাধুদর্শন করতে যাস। জয় সাধুসঙ্গের জয়!

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

॥ ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না ॥

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুবিষয়ক ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ, কিন্তু পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের হইতে পারে না। ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান কেন হইতে পারে না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, পরোক্ষজ্ঞান, অনুমিতি উপমিতি শাব্দজ্ঞান ও স্মৃতি এই চারি প্রকার হইতে পারে। অন্য পঞ্চম প্রকার পরোক্ষ-জ্ঞান সম্ভব নহে। এই চারি প্রকার পরোক্ষ জ্ঞানই সংস্কার জন্য। যেমন ব্যাপ্তির অনুভবজন্য সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হইয়া থাকে—এই ব্যাপ্তির স্মরণই অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ হইয়া অনুমিতি হইয়া থাকে। এইরূপ উপমান প্রমাণের ব্যাপার অতিদেশ বাক্যের অর্থের স্মরণ সংস্কার জন্য হইয়া থাকে। অতিদেশ বাক্য হইতে শাব্দানুভব উৎপন্ন হয়। এই অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে অতিদেশ বাক্যের অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপ শাব্দবোধে পদজ্ঞানই প্রমাণ। পদার্থের স্মৃতি প্রমাণের ব্যাপার। পদার্থের স্মৃতি পদার্থের অনুভবজন্য সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং স্মৃতি অনুভবজন্য সংস্কার হইতে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত পরোক্ষজ্ঞানই সংস্কার জন্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। কালান্তরে বিষয়ের জ্ঞানের জন্যই অনিত্য জ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি স্বীকার করা হয়। যাহার জ্ঞান সর্বদা বিদ্যমান আছে তাহার কালান্তরে বিষয়ের জ্ঞানের জন্য সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই। বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞান যাহার নিত্য তাহার বিষয় প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া সংস্কার ও স্মরণের কোন আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ, জ্ঞান সংস্কার-জন্য ফলনাম্ন বলিয়া নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হইতে পারে না। জনক জ্ঞান ও জ্ঞানজন্য সংস্কার এক সময়ে থাকিতে পারে না। নিত্যজ্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না বলিয়া নিত্যজ্ঞান সংস্কারেরও জনক হয় না। ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না বলিয়া ঈশ্বরের স্মৃতি হইতে পারে না। ঈশ্বরের স্মৃতি হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধই হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত চতুর্বিধ পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপই হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। নিত্য অনুমিতি, নিত্য উপমিতি অপ্রসিদ্ধ। (ন্যা: বা:, ন্যায় সূত্র ৪।১।২১, ৯৫২ পৃ, মেট্রো: সং)।

জ্ঞানের নিত্যত্বে আপত্তি ও তাহার সমাধান : যদি বলা যায় জ্ঞান মাত্রেরই আশুতরবিনাশিত্ব স্বভাব সর্বানুভবসিদ্ধ। জ্ঞান আশুতরবিনাশী বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানও আশুতরবিনাশী অনিত্যই হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। লোকানুভবের দ্বারা জ্ঞানের অনিত্যতাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ শরীরী আত্মার জ্ঞান অনিত্য হইলেও অশরীরী ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? জ্ঞান মাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তির অবধারণ হইতে পারে না। কারণ হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্ববাধক কোন তর্ক নাই। কোন জ্ঞান-ব্যক্তি যদি নিত্য হয় তবে কি অনিষ্ট হইবে? এইরূপ জ্ঞানত্ব যদি নিত্যব্যক্তিবৃত্তি হয় তবে কি অনিষ্ট হইবে? পূর্ব পক্ষি-প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অনঙ্গিকারে কোনও অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয় না বলিয়া জ্ঞান মাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যক্তির অবধারণ হইতে পারে না। শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত জীবের জ্ঞান অনিত্য হইলেও শরীরাদি রহিত ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হিমকরকাদি জলীয় দ্রব্য অনিত্য এবং তাহার রূপও অনিত্য, ইহা অনুভবসিদ্ধ হইলেও হিমকরকাদির আরম্ভক জলীয় পরমাণুর রূপও কি অনিত্য হইবে? জলীয় দ্রব্য মাত্র অনিত্য, জলীয় দ্রব্যের রূপমাত্রই অনিত্য এইরূপ

ব্যাপ্তি যেমন সিদ্ধ হইতে পারে না—কারণ জন্যীয় পরমাণুতে ও তাহার রূপে উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়াছে—এইরূপ জ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর জ্ঞানেই তাহার ব্যভিচার হইবে। ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান ঈশ্বরূপ ধর্মীর গ্রাহক প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। "সদকারণ-বন্নিত্যম্" (বৈঃ সূঃ ৪।১।১)—এই সূত্র অনুসারে জন্যীয় পরমাণুও তাহার রূপ নিত্য ইহা যেমন সিদ্ধ হইয়াছে সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কারণশূন্য ভাববস্তু নিত্য—ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ। (তাৎপর্য্য টীকা ৯৫৩ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য নহে বলিয়া ঈশ্বর-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে না : 'প্রতিগতমক্ষম্ প্রত্যক্ষম্'—"অব্যয়ীভাবঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া" ইতি সমাসঃ। যে জ্ঞান অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রতিগত, ইন্দ্রিয়াশ্রিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, জন্যই নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্যও নহে। ঈশ্বরের শরীর ইন্দ্রিয়, মন নাই। যে জ্ঞান অক্ষ (ইন্দ্রিয়) জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষের অর্থাৎ জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ। কিন্তু ইহা নিত্যানিত্য সাধারণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ নহে।

আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "জ্ঞান করণজন্যত্ব রহিত জ্ঞানত্বমপরোক্ষত্বম্"। "ইহার অর্থ. যে জ্ঞান জ্ঞানকরণজন্য নহে সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান মাত্রই জ্ঞানকরণজন্য হইয়া পরোক্ষজ্ঞান মাত্রেই করণ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন—অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতির করণ সাদৃশ্য জ্ঞান, শাব্দবোধের করণ পদজ্ঞান, স্মৃতির করণ পূর্বানুভব। পূর্বসংস্কার দ্বারা স্মৃতি করণ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই জ্ঞানরূপ করণজন্য হইয়া থাকে। যে জ্ঞান জ্ঞান রূপ করণজন্য হয় না তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। (লক্ষণাবলী ৩ পৃঃ)। এস্থলে জ্ঞানকরণশব্দের অর্থ জ্ঞানের করণ নহে কিন্তু জ্ঞানরূপ করণ বুঝিতে হইবে। লক্ষণাবলীতে আচার্য উদয়ন অপরোক্ষজ্ঞানের যে লক্ষণ বলিয়াছেন তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ খণ্ডে গঙ্গেশোপাধ্যায় তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। ইহা তত্ত্বচিন্তামণিকারের কল্পনা নয়। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বহু পূর্ববর্তী আচার্য্য উদয়ন এই লক্ষণটি বলিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন এই লক্ষণটি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম প্রদর্শন

করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক্, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় পরিশুদ্ধি প্রকাশ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানমিত্যস্মৎ-পিতৃচরণাঃ।" (পরিশুদ্ধি প্রকাশ ৪৪৫ পৃ. সোসাইটি সং)। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইন্দ্রিয়াজন্য নিত্য ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ পদদ্বারা নির্দ্দেশ করা আচার্য্য উদয়ন সঙ্গত মনে করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রত্যক্ষ না বলিয়া অপরোক্ষ বলিয়াছেন। অকরণজন্য না হইয়াও জ্ঞান প্রত্যক্ষ শব্দাভিধেয় হইবে ইহা বুঝান সঙ্গত মনে করেন নাই। এজন্য প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া অপরোক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। লৌকিক অনিত্য প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণজন্য নহে কিন্তু অনিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণজন্য না হইলেও তাহা ইন্দ্রিয় করণজন্য বটে—এজন্য তাহা প্রত্যক্ষ পদাভিধেয় হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান যাহা অক্ষ বা ইন্দ্রিয় জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষ পদাভিধেয় হইতে পারে না। আমরা প্রথমেই প্রত্যক্ষ পদের অর্থ দেখিয়াছি। অকরণজন্য না হইলেও তাহাতে প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ পরিভাষামাত্র হইবে। এজন্য আচার্য্য উদয়ন যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণজন্য নহে তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন। আচার্য্যের এরূপ বলা অতি সমীচীন হইয়াছে। কারণ যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণ জন্য তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। যাহা পরোক্ষ-জ্ঞান নহে তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ পদের দ্বারাই নির্দ্দেশ করা উচিত। কিন্তু অনৈন্দ্রিয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষপদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়। এজন্য ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানকে শ্রুতি অপরোক্ষ পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।১)। যে জ্ঞান ঐন্দ্রিয়জন্য নহে অথচ পরোক্ষও নহে—সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষপদের দ্বারাই নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তেও জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের প্রযোজক নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভামতী মতানুসারী পরিমল গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণের জন্য বলিয়াছেন—"স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বম্ জ্ঞানা পরোক্ষ্যমিতি নির্ব্বক্তব্যম্।" (পরিমল ৫৬ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং]। উদয়নাচার্য্য অপরোক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞানকরণজন্যত্বরহিত বলিয়াছেন অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞানকরণ জন্য নহে তাহা অপরোক্ষজ্ঞান। কিন্তু লক্ষণে করণত্ব প্রবেশে গৌরব প্রতিসন্ধান করিয়া অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন। যে জ্ঞান জ্ঞানজন্য নহে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান যে জ্ঞানের কারণ হয় না সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। কারণ বিশেষকেই করণ বলে। "ব্যাপার বৎকারণং করণম্"—ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। "তজ্জন্যজনকত্বে সতি তজ্জন্য জনকো হি ব্যাপারঃ"—অভিপ্রায় এই যে, ব্যাপার কারণজন্য

হইবে এবং কারণজন্য ফলেরও জনক হইবে। সুতরাং ব্যাপারে কারণজন্যত্ব ও কারণজন্য কার্যের জনকত্ব—এই উভয় ধর্ম আছে বলিয়া ব্যাপার পদার্থটি গুরুশরীর। এই শরীরিকৃত গৌরব প্রতিসন্ধান করিয়াই অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ না করিয়া কারণত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিতের মতে বিশিষ্টবিষয়কপ্রত্যক্ষ বিশেষণ জ্ঞানজন্য বলিয়া বিশিষ্ট-বিষয়কপ্রত্যক্ষ জ্ঞানাজন্য জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু বিশিষ্টবিষয়কপ্রত্যক্ষজ্ঞান-জন্য জ্ঞানই হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্টবিষয়কপ্রত্যক্ষে অপ্পয়দীক্ষিত প্রদর্শিত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়াছে। এই অব্যাপ্তিদোষ প্রতিসন্ধান করিয়াই উদয়ন লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ করাইয়াছেন। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইলেও তাহা করণ নহে। বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইলেও ব্যাপারবৎ কারণ নহে। বিশেষণ জ্ঞান নির্ব্যাপার বলিয়া তাহা বিশিষ্টজ্ঞানের কারণ হইলেও বিশিষ্টজ্ঞানের করণ নহে।

এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ তত্তার স্মৃতিজন্য। এইজন্য প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষেও অপ্পয়দীক্ষিত সমস্ত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটিবে। কারণ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ তত্তাবিষয়কস্মরণরূপ জ্ঞানজন্য কিন্তু জ্ঞানাজন্য নহে। অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। যদি বলা যায় প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণজন্য নহে কিন্তু তত্তাবিষয়কসংস্কারজন্য আর তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞার প্রত্যক্ষ জ্ঞানাজন্যই হইবে—এইরূপ বলা অসঙ্গত। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ যদি সংস্কারজন্য হইত তবে প্রত্যভিজ্ঞার স্মৃতিত্বাপত্তি হইত। সংস্কারজন্য জ্ঞানকেই স্মৃতি বলে। স্মৃতি পরোক্ষজ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এই প্রদর্শিত দুইটি অব্যাপ্তিদোষের বারণের জন্য অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—"স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বম্"। স্বাবিষয়বিষয়কত্ব প্রথম জ্ঞানপদে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানজন্য হইলেও স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যই বটে। এস্থলে স্বপদের অর্থ বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানের অবিষয়বিষয়ক বিশেষণ জ্ঞান হয় নাই। বিশেষণ ও বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য বিশিষ্ট জ্ঞানের অবিষয়বিষয়ক বিশেষণ জ্ঞান হয় নাই। আর তাহাতে বিশিষ্টজ্ঞানও বিশেষণজ্ঞানজন্য হইলেও স্বাবিষয়বিষয়ক জ্ঞানাজন্য হইয়াছে। অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান স্বাবিষয়বিষয়ক বিশেষণ জ্ঞান জন্য হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ জ্ঞানজন্যত্ব থাকিলেও স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যত্ব আছে। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ তত্তাবিষয়ক বটে বলিয়া প্রাত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষাবিষয়বিষয়ক তত্তার স্মৃতি হয় নাই। সুতরাং বিশিষ্ট ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ উভয়ই জ্ঞানজন্য হইলেও

স্বাবিষয়কবিষয়ক জ্ঞানজন্যই বটে। দ্বিতীয়স্থলে স্বপদের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে— (পরিমল ৫৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষপদ দ্বারা নির্দিষ্ট না হইয়া অপরোক্ষ পদদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী গ্রন্থে তাহাই করিয়াছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ শব্দের অর্থগত বৈলক্ষণ্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়শব্দই একার্থক মনে করেন। যাহা হউক ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান আছে—ইহাই বেদমন্ত্রের ও দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বে. ৩।১৯)—ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীতই ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান বলা হইয়াছে। আর তাহাই উপপাদনের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ নানাবিধ প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রৌতসিদ্ধান্তের উপপাদন প্রদর্শনই ভারতীয় দার্শনিকগণের কার্য। কিন্তু এই উপপাদন বিভিন্ন দর্শন প্রস্থানে বিভিন্নরূপ করা হইয়াছে। কেবল বিভিন্ন প্রস্থানে কেন একই প্রস্থানে বিভিন্ন আচার্যগণ বিভিন্নরূপে শ্রৌত সিদ্ধান্তের বিভিন্নরূপ উপপাদন করিয়াছেন। যেমন এইস্থলে জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তী বিবরণাচার্য— "অপরোক্ষার্থব্যবহারানুকূলজ্ঞানত্বং জ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বম্"—বলিয়াছেন। (পরিমল ৫৪ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং)। আর ইহাই দার্শনিকগণের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাতন্ত্র্য নহে। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় দার্শনিকগণ দার্শনিক চিন্তায় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য নাই—তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

—•—

যাবে সেখানে ?

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পুটপাকে মনের ময়লা ধুইতে চেষ্টা কর, তবে যাইতে পারিবে। সোনার খাদ বিগলিত করিয়া সুবর্ণকে নির্ম্মল করিতে হইলে পুটপাকের মধ্যে সুবর্ণ রাখিয়া তাপ দিতে হয়। তোমার মনকেও অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পুটপাকে রাখিয়া তাপ দিতে হইবে। তাপ দেওয়া এখানে কি তা'ত জান? তাপ দেওয়া অর্থে তপস্যা করা অভ্যাসের বস্তুটি ঈশ্বর-চৈতন্য। ইনি নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার সমকালে। ইঁহারই স্বরূপ, ইঁহারই রূপ, ইঁহারই গুণ, ইঁহারই লীলা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাই তোমার তপস্যা। তোমার এই অভ্যাস

বিবিদিষা করে—এই তপস্যার আগুন নিভাইয়া দেয়, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন কিছুতে আসক্তি। এই জন্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখ তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা সর্ব্বদা দোষযুক্ত, তাহা বহু দুঃখপ্রদ—কাজেই ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছুই তোমার গ্রহণের যোগ্য নহে। আরও বিচার কর দেখিবে তোমার দেহ, তোমার সংসার, তোমার জগৎ সর্ব্বদাই তোমাকে অশান্ত করে। দেহটা ভিতরে বিষ্ঠা ভাণ্ড পুরিয়া রাখিয়াছে। যদি ঈশ্বর এই বিষ্ঠা ভাণ্ডের শত ছিদ্র দিয়া বিষ্ঠাগন্ধ বাহির করিয়া দিতেন তবে বল দেখি এই দেহভোগ কে করিত ? ভোগ তো দূরের কথা—ইহার নিকটে আসিলে দুর্গন্ধে প্রাণ পলাইয়া যাইত। কত ক্লেদ ইহার ভিতরে একটু বিচার করিয়া দেখ। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"স্বদেহাহশুচি-গন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগ কারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥" স্বদেহের অশুচি গন্ধে যার বৈরাগ্য হইল না তার বিরাগ জন্মাইবার জন্য অন্য উপদেশ আর কি করিব ? ফুলের মধ্যে গন্ধ পোরা থাকে—ফুল শুঁকিলেই তাহা পাওয়া যায় ; কিন্তু এই দেহের মধ্যে কোন্ পুষ্প বা গন্ধ লুকাইত আছে যাহার আঘ্রাণ রমণীয় হইবে, তাই বল। দেহের ঘর্ম, কর্ণের মল, নাসিকা নিঃসৃত যাহা কিছু, তার পরে নিম্ন দুই দ্বারের বলনা ইহার কোনটি রমণীয় ? দেহটাকে লইয়া যে বিলাস কর—ইহার ক্লেদ একটু খড়িকায় লইয়া জিহ্বায় ঠেকাইয়া দেখনা কি আস্বাদ পাও ? আরও দেখ—এই যে চর্ম্মটি দেহটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—এই ছালটি ছাড়াইয়া দেখিতে পার কে আসে ইহার কাছে ? শকুনি, গৃধিনী, শৃগাল, কুক্কুর, মক্ষিকা—ইহারা ব্রণনিঃসৃত পদার্থ আঘ্রাণ করিয়া দলে দলে ইহাতে পড়িতে আসিবে। তাগাড়ে ও এই দৃশ্য নিরন্তর দেখিতেছ। এই দেহের উপর বৈরাগ্য আনয়ন কর। দেহটা গ্রহণের বস্তু নহে। ঋষিগণ সর্ব্বত্রই সে সৃষ্টির কথা অগ্রে বিচার করিয়াছেন—সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রুতিতে আছে, রামায়ণে আছে, মহারামায়ণে আছে, পুরাণে আছে, মহাভারতে আছে, ভগবান্ মনুতে আছে। কেন আছে জান ? সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলেই বুঝিবে ইহা গ্রাহ্য করার বস্তু নহে। বায়স্কোপে ক্যানভাসে যে ছবির খেলা দেখা যায়, সে সব ছবি কিন্তু ক্যানভাস লইয়াই ফুটিয়া উঠে—ক্যানভাসে ছবির ছায়া পড়িয়া ক্যানভাস ভরিয়া উঠে লোকে ছবিই দেখে ক্যানভাস দেখিতে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মরূপ ক্যানভাসে মায়ার ছবি ভাসিয়া ছুটা-ছুটি করিতেছে, তুমি এই সব ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ইহাদের কি গ্রহণ করিবে বল ? সব ছায়া ছায়া, সব মায়া মায়া, সৃষ্টির সার বস্তুই হইতেছেন অধিষ্ঠান-চৈতন্য। ছায়াতে বৈরাগ্য করার জন্য, সৃষ্টিতে বৈরাগ্য আনিবার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে এত সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। ঈশ্বর-জ্ঞান

অভ্যাস কর আর সৃষ্ট বস্তু-ভোগের উপর বৈরাগ্য আন, এই দুই পুটপাকের মধ্যে মনকে রাখিয়া তাপ দিতে থাক ; মনের ময়লা মনের খাদ যে রাগ দ্বেষ ইহা দূর হইয়া যাইবে, তখন তুমি নির্মল হইয়া আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। লোহাতে মরিচা যদি থাকে তবে চুম্বক সে মরিচাভরা লোহাকে আকর্ষণ করে না। মরিচা সাফ করিয়া লোহাকে নির্মল কর, লোহা আপনা হইতে আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকে লাগিয়া যাইবে। জীব রাগদ্বেষ ছাড়িলেই ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আর দুঃখ থাকিবেই না।

সেইজন্য শ্রীগীতা শিক্ষা দিতেছেন "তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।" পাপরূপ কামকে, দেহ ভোগ, সংসার ভোগ, জগৎ ভোগকে বিনাশ কর।

কিরূপে ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিবে ইহা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা যাউক ; চক্ষুকে বাহিরের কোন কিছু রূপ দেখিতে ছুটাইও না। ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া তোমার জন্য নয়রূপ ধরিয়াছেন ; মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, তুমি চক্ষুকে হৃদয়পদ্মে বা ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্মে পুনঃ পুনঃ আনিয়া জ্যোতিরাশির মধ্যে সেই চরণ সেই হাসি সেই বাঁশি সেই অসি—সেই রূপ ভাবনা কর। ইহারই পুষ্টি জন্য শাস্ত্র প্রকাশিত শ্রীভগবানের রূপের কথা পাঠ কর বা শ্রবণ কর। কর্ণকে যা তা কথা শুনাইও না।

শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্রিতের সঙ্গে যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহাই শ্রবণ করাও, তাহাই পাঠ করাও। অর্জ্জুনে ও ভগবানে যে কথা হইয়াছে তাহাই শ্রবণ কর, তাহাই পাঠ কর। বাক্‌ও ইন্দ্রিয় বটে—এই বাক্য তাঁর কথাই বলুক, মন আবার তাহাই ভাবুক—কর্ম তাহার জন্যই হইতে থাক্, এই ভাবে সব ইন্দ্রিয় তাঁহাতেই ডুবিতে শিখুক, তবে সেখানে যাওয়া হইবে।

নিজের মনকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে কি করিতে হইবে তাহা ধরিয়াছ কি ? ইন্দ্রিয়সংযমই প্রধান ও প্রথম কার্য্য। আজকালকার দিনে ইন্দ্রিয়সংযমের কোন কার্য্যই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে সংসারের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত রাখিয়া দাও—ইন্দ্রিয় কাজ করিবার অবসরই পাইবে না অথবা আজকাল ছেলেদিগকে বই পড়া বা স্বদেশের কাজে এমন নিযুক্ত কর যাহাতে তাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় দিবার সময়ই না পায়—এই যুক্তি, ইহাই নানা প্রকার ব্যভিচার সৃষ্টি করিতেছে। সাহিত্যেও সংযমহীনতার বহু ব্যাপার দেখা যাইতেছে। বাক্‌সংযম আদৌ নাই ; ঘরে ঘরে বাক্যলাম্পট্য বহুভাবে দেখা যাইতেছে, সাহিত্যে বাক্যলাম্পট্য এত আসিয়া পড়িয়াছে যে আর ঐ সমস্ত ব্যভিচারের লেখা পড়াই যায় না। অন্য কাজ দিয়া ইন্দ্রিয়ের অবসর না দেওয়াই

—ইহা সংযম নহে ; ইহা কোন প্রকারে সংসার করা বা রই লেখা মাত্র।

ইন্দ্রিয়সংযম, বিনা ধর্ম্ম-সাহায্যে হইতেই পারে না। তখনকার দিনে স্বধর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের ভিত্তি স্থাপিত হইত। সেই স্বধর্ম্মও ঈশ্বরের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কার্য্য করা হইত। এখন আর এ সব কিছুই নাই। প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম হইতেছে ভক্তিমার্গে। এখানে কি করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। আর সকল বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা সজীবভাবে করিতে হইবে নতুবা ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেই —কাজেই রাগদ্বেষ জ্বালা যন্ত্রণা নানাবিধ দুঃখ থাকিবেই।

সজীব ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে কুলগুরুর নিকট কুলমন্ত্র লওয়া চাই। মন্ত্র লইয়া মনকে হয় ভ্রূমধ্যে, না হয় হৃদয়, না হয় নাভিমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য বহ্নিমণ্ডলের মধ্যগত স্থানে মন্ত্ররূপী ভগবানে অথবা ভগবানের মূর্ত্তিতে আটকাইতে হইবে। ত্রিমণ্ডল মধ্যে ভ্রূমধ্যে মনকে ভগবানের চরণে ধরিয়া ভগবানের নাম করা চাই আর গুরুর সাহায্যে ভগবান্ জীবন্ত ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন ইহা ভাবনা করা চাই। ভ্রূমধ্যে ত্রিমণ্ডল মধ্যে 'ব্রাইক' করিয়া করিয়া নাম করিতে করিতে ভাবনা করা চাই "যমুনাতীরবিহারা, ধৃত-কৌস্তুভমণিহারা, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।" এই সময়ে মনে উঠিবে তুমি যমুনা তীরে কৌস্তুভমণিহারে সাজিয়া এখনও ভ্রমণ কর, আহা! কেহ ত তোমার কাছে ছুটিয়া যায় না—ব্রজগোপী যেমন করিয়া বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগল হইয়া ছুটিত, তেমন করিয়া আর বংশীধ্বনি কেহ শুনেনও না, কেহ তেমন করিয়া উন্মত্ত হইয়া সব ছাড়িয়া তোমার চরণে পড়েও না। কত কোলাহল মানুষ শোনে, সে বংশীরব শুনিবে কিরূপে ? সংসার যাহাদের মিষ্ট লাগিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিবে কেমন করিয়া ? পীতাম্বরপরিধানা, কল্যাণনিধানা, মঞ্জুল অঙ্গভূষা, মায়া মানুষ বেশা ইহার দিকে কে তাকাইবে ? আহা ! এখনও সেই সরযূতীরবিহারা সজ্জন মানসচারা, সেই ধনুষ্কলাঙ্কুশপাদা, ধরণীসুতসচ-মোষা এখনও সেই দশরথবাক্‌ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা, এখনও সেই গৌতম-পত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন, এখনও সেই সাকেতপুরবিহারা—এখনও সেই ঠাকুর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তুমি ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নাম করিতে করিতে এই সমস্ত ভাবনা কর—এখনও তিনি সেই ভাবেই বিহার করেন, তুমি আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চল—পুটপাকের তাপে মনের খাদ কাটাইয়া সেই সেই লীলাস্থান কুটস্থে বা হৃদয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার সহিত ভ্রমণ কর, ক্রমে তাঁহারই কৃপায় তাঁহার সজীব ভাব দেখিয়া রসে ভরিয়া যাইবে। কত কথাই কহিবে, কতবার

দেখিতে ছুটিবে, আর ভিতরে ডুবিয়া যাইবে। আমরা সংক্ষেপে দুই চারটি কথা বলিলাম মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন যে জাতির কল্যাণ তাহা ভারতে খাটিবেনা। যে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে তাহার উপরে বিদেশী ফুল আনিয়া গুঁজিয়া দিলে বৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না। বৃক্ষকে ভিতর হইতে ফুটাইতে হইবে। তপস্যার কোন কিছু না দিয়া জাতিকে ফুটাইতে চেষ্টা—ইহা বাতুলতা মাত্র। ধর্ম্মের দিক দিয়া জাতিকে ফুটাইতে চেষ্টা না করিলে ভিতর হইতে কিছুই ফুটিবেনা—জাতিটা মরিয়া যাইবে। আর বোধ হয় মরিয়া যাওয়াই ভাল। ভারতের ভারতত্ব ছাড়িয়া অন্যভাবে বাঁচা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ।

—০—

সন্তবাণী

৬৪০। ভক্তির জাতি এইরূপ যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হয়।

৬৪১। নয়নে অশ্রুবিন্দু নাই, হৃদয়ে ছট্‌ফটানি নাই তো ভক্তি কি, তা তো ভক্তির বিড়ম্বনা। ব্যর্থ জন-মন-রঞ্জন—যতক্ষণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি না মিশে ততক্ষণ মিলন হয় না।

৬৪২। অহংতা নষ্ট হ'য়ে যাক্, ভগবানের স্তুতিপাঠে যথার্থ ভক্তি হোক, হৃদয়ের আসক্তি দূর হোক, হরি চরণে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা হোক—তা হ'লেই কর্ম্মসিদ্ধি।

৬৪৩। সেবকের যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ স্বামীর আজ্ঞা পালন করাই কর্ত্তব্য।

৬৪৪। ভগবানের হয়ে থাকো। কুতার্কিক অপেক্ষা অশিক্ষিত ভাল লোক শ্রেষ্ঠ। মূর্খ ভাল, পক্ষান্তরে বিদ্বান্—পরোক্ষ জ্ঞানী কোনও কাজের নয়।

৬৪৫। ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হওয়া, পূর্ব্বপুণ্য না থাকলে তা হয় না।

৬৪৬। এ সংসারে এসছ তো এখন ওঠ, শীঘ্রতা কর এবং সেই উদার প্রভুর শরণ গ্রহণ কর। এই দেহ তো দেবতার, সারা ধন কুবেরের, এতে মানুষের কি আছে। রে মূর্খ কেন নাশবানের পিছনে দৌড়ে ভগবানের দিকে পীঠ করছ!

৬৪৭। ভগবান যে ইন্দ্রিয় দিয়েছেন তাদের ভগবানের কাজে কেন লাগাচ্ছনা। মুখের দ্বারা হরির নাম কীর্ত্তন করো। কাণের দ্বারা হরির কীর্ত্তন শুনো, নয়নের দ্বারা তাঁর রূপ দেখ। এর জন্যই তো ইন্দ্রিয় সকল।

৬৪৮। সংসারের বোঝা মাথার উপর চাপিয়ে দৌড়ুতে খুব আনন্দ! অরে নির্লজ্জ, ষাঁড়ের মত এই বোঝা পীঠে করে কেন এদিক ওদিক করছো।

৬৪৯। পরদ্রব্য এবং পরশরীরে অভিলাষ যখন হবে তখন থেকে ভাগ্যের হ্রাস আরম্ভ।

৬৫০। পরস্ত্রী এবং পরধন অত্যন্ত দোষযুক্ত। বড় বড় লোক এর চক্রে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এই দুটী ছাড় তা হলে সেবে সুখ পাবে।

৬৫১। রাম এবং নাম সোজাসুজি নাও। আর ঐ শ্যামরূপ মনে স্মরণ কর।

৬৫২। পেটে অন্ন নাই তো শূন্যারের সাজগোজের কি শোভা। সেইরূপ শ্রীহরির প্রেম ভিন্ন কোনও জ্ঞান কোন কামনা নিষ্ফল।

৬৫৩। শ্রীহরি গোবিন্দ নামের ধুম যখন লেগে যাবে তখন এই শরীর পর্য্যন্ত গোবিন্দ হয়ে যাবে। ভগবান হতে কোন কপটতা ভেদ ভাব থাকবে না। মন আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে। নেত্রে প্রেমের ধারা প্রবাহিত হবে, যেমন ঢেলাপোকা কাঁচপোকা হয়ে ঢেলাপোকা রূপে আলাদা থাকে না, তদ্রূপ তুমিও ভগবানের সঙ্গে স্বতন্ত্র থাকবে না।

৬৫৪। সঙ্কুচিত হ'য়ে এমন ছোট হয়ে গেছ কেন? ব্রহ্মাণ্ডকে আচমন করে ফেল। পারণ করে সংসার থেকে হাত ধুয়ে নাও। খুব দেরী হয়ে গেছে, আর দেরী করো না।

৬৫৫। শাস্ত্র যে জিনিস ছাড়তে বলেন—এমন কি তা যদি রাজ্যও হয়—তৃণের মত ত্যাগ ক'রে দাও। শাস্ত্র যাহা গ্রহণ করতে বলেন তা যদি বিষও হয়, তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

৬৫৬। পথে যেমন অন্ধের আগে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি গমন ক'রে—পথ বলে দেয়, তদ্রূপ সাধুমহাপুরুষও ধর্ম্মের আচরণ ক'রে যে অজ্ঞানী তাকে ধর্ম্মের তত্ত্ব বলে দেন।

৬৫৭। সন্ত পর্ব্বত শিখরে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলছেন,—ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। প্রাণী মাত্রে তাঁর ভজন কর, গোমর্দ্দক গজ কুক্কুর সকলকে সমানরূপে বন্দনা করো।

৬৫৮। ভস্মের প্রসঙ্গে স্ত্রী দেহের যে স্পর্শ হ'য়েছে তা হ'য়েছে। তারপর সমস্ত জীবনে কখন তাহা স্পর্শ না হয় এমন যাহার কঠিন ব্রহ্মচর্য্য তিনিই যথার্থ ব্রহ্মচারী।

৬৫৯। ফিরে চল, ফিরে চল, রে জীব! নইলে—নইলে ডুবে যাবে। মায়া নদীর এই প্লাবনে ভেসে যাবে। ভবনদীর জল বড় বেগে আকর্ষণ করছে, আর বড় বড় সন্তরণপটুগণকেও উঠিয়ে নীচে ফেলে দিচ্ছে। সংসার ক্ষণভঙ্গুর, এর

কোন ভরসা নাই। এই দুর্লভ নরদেহ যদি চলে যায় পরে অনুতাপ করতে হবে।

৬৬০। যিনি নষ্ট দ্রব্যের স্মরণ করেন না, প্রাপ্ত দ্রব্যের ইচ্ছা রাখেন না, মেরুর ন্যায় অচল অন্তঃকরণে অবস্থান করেন, যাঁর অন্তরে 'আমি' 'আমার' নাই তিনি নিরন্তর সন্ন্যাসী।

৬৬১। নিরন্তর সদভ্যাস কর; চিত্তকে পরম পুরুষের পথে লাগিয়ে দাও; তাতে শরীর থাকে বা যায়।

৬৬২। আপনার পূজ্যতা আপনার চোখে দেখোনা, আপনার কীর্ত্তি আপনার কাণে শুনো না। এমন কিছু করবে না যাতে লোক, 'এ ব্যক্তি এরূপ' বুঝতে পারে। বৃহস্পতির মত সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হলেও মহিমার ভয়ে অজ্ঞানীর মধ্যে লুকিয়ে থাকবে, আপনার চাতুর্য্য লুকাবে, আপনার মহত্ত্ব বিস্মৃত হবে এবং আপনার পাগলামি দেখাবে।

৬৬৩। চাটুকারী গুরু যেমন আপনার বাছুরের জন্য দুধ চুরি করে রাখে, বেশ্যা যেমন আপনার বয়স চুরি করে, কুলবধূ যেমন আপনার অঙ্গ লুকায় তদ্রূপ আপনার সৎকর্ম্ম গোপন করবে।

৬৬৪। ভ্রমর কমলের উপর যে পা রাখে, অতি হাল্কা করে রাখে, এই ভয়ে, পাছে কেশর পদদলিত হয়ে যায়। ঐ প্রকার সর্ব্বত্র পরমাণুর ন্যায় জীব সকল বর্ত্তমান—এই জেনে সন্তমহাত্মা দয়াবৃত্তিতে, মাটীতে খুব সন্তর্পণে পদ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত প্রাণীর নীচের আপনার প্রাণ বিছিয়ে দেন।

৬৬৫। এমন কিছু নাই যা সন্ত স্বভাবতঃ সহন ক'রে না লন। আর তিনি সহন ক'রে নেন; এই বিষয়ে তাঁর কোন স্মরণ থাকে না।

৬৬৬। সাধুর আপন পর কিছু নাই। সারা বিশ্ব তাঁর জানা—পরিচিত; বড় পুরাতন সম্বন্ধ। বাতাসের চলন যেমন সরল এইরূপই তাঁর ভাব সরল। তাতে শঙ্কা বা আকাঙ্ক্ষা হয় না।

৬৬৭। মার কাছে থেকে যেমন শিশুর চিন্তা বা সঙ্কোচ হয় না। এইরূপ সন্তের জন্য লোকের আপনার মন দিতে কোন শঙ্কা হয় না। তাঁর দশ ইন্দ্রিয় সরল নির্ম্মল ও নিষ্প্রপঞ্চ, আর তাঁর পঞ্চপ্রাণের স্তর আটপ্রহর মুক্ত থাকে।

৬৬৮ গমনশীল মেঘের সঙ্গে যেমন আকাশ ধাবিত হয় না, তদ্রূপ সন্ত পুরুষের মন চলনশীল শরীরের সঙ্গে চলে না। ধ্রুবের মত স্থির থাকে।

৬৬৯। সমুদ্রে যেমন গঙ্গাজল মিলিয়াও অমিলিত থাকে, তদ্রূপ সন্ত পুরুষ ভগবৎ-স্বরূপ হইয়াও ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভজন করতে থাকেন।

—০—

সুমিত্রা

[শ্রীমৃণালিনী দেবী]

কাব্যে তুমি উপেক্ষিতা ! কবি-কলকণ্ঠ
করেনি বন্দনা তব—গাহে নাই যশ !
মাতৃপদে নিবেদিয়া প্রাণের বেদন
ইষ্টসেবা আজ্ঞা যবে চাহিল লক্ষ্মণ—
সর্বস্ব যেতেছে চলি', বধূ উর্মিলার
অশ্রুমুক্তা পড়েছিল ঝরি'—কিন্তু তব
অকম্পিত বক্ষ হল না চঞ্চল স্নেহে,
অশ্রুশূন্য স্নেহশূন্য নয়ন তোমার !
উদার-অচল-হৃদি, অকুণ্ঠিত প্রেমে
দিতে সঁপি প্রেমময়ে প্রাণের রতন
মাতৃগর্বে গরবিনী তুমি ! ধরি ক্রোড়ে
জিতেন্দ্রিয় বীরপুত্রে, হর্ষোচ্ছ্বাস-ভরা
আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিলে মধুর—
"সার্থক হইল বৎস তোরে গর্ভে ধরা !
যাও প্রিয় সুখে যাও করি অনুমতি
স্মরি তোরে অনুখন হব ভাগ্যবতী।
অযোধ্যার প্রাণ সাথে পাঠাইনু প্রাণে
ধন্য আমি তুমি ধন্য—পুণ্য এই দান !
অম্লান কুসুম, তোরে অর্পি' পদে তার
সার্থক হইল আজি এ-পূজা আমার।"

—•—

ভক্তির সংজ্ঞা

[ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, ডি-লিট্]

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম—যোগ। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হইতেছে শ্রীভগবানকে পাওয়া। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ শাস্ত্রে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ অষ্টাঙ্গযোগকে স্বতন্ত্র যোগ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে উহা কর্মযোগেরই অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গযোগের অঙ্গীভূত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি কর্ম ভিন্ন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ কর্মযোগকে সকল যোগেরই ভিত্তি বলা যাইতে পারে। ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই অনুশীলনের জন্য কর্ম করিবার প্রয়োজন হয়। স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (গীতা ৩।৫)। কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। তবে শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ জ্ঞানী উভয়কেই আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম করিতে হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মধ্যে পূর্বাপর মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহার সামঞ্জস্যের প্রয়াস দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানেও সেই চিরন্তন বিবাদ বিদ্যমান। কর্মযোগ লইয়া যতটা না হউক, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি বড় তাহার মীমাংসা আজিও হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও মনে হয় না। মহিম্নস্তবের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, যতদিন মানুষের মধ্যে রুচি বৈচিত্র্য থাকিবে, ততদিন ঋজু ও কুটিল নানা পথ দিয়াই মানুষ ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করিবে। তবে এ কথা অধিকাংশেরই স্বীকার্য যে জ্ঞানের পথ বড় দুর্গম, আর ভক্তির পথ অনেকটা সহজ। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্"—যাঁহারা অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত তাঁহাদিগকে বেশী কষ্ট করিতে হয়। ভাগবতেও ব্রহ্ম ভক্তির পথকে শ্রেয়ের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো। ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্" (১০।১৪)॥ অর্থাৎ, হে বিভো! যাঁহারা তোমাকে পাইবার কল্যাণজনক পথ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবলাদ্বৈতজ্ঞান লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করে, ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষ কুট্টনকারীর ন্যায় তাঁহাদের ক্লেশমাত্রই সার হয়।

জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়—সে বিচার এ প্রবন্ধে করিতে বসি নাই; এবং বলা বাহুল্যমাত্র যে সে যোগ্যতাও আমাদের নাই। শুধু সাধনমার্গে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিযোগ যে অনেকটা সহজসাধ্য তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম। এখন ভক্তি বস্তুটি কি,—সে সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও আচার্যের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি আর্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ অবদান। মুক্তিকোপনিষদে একশত আটখানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে। উহা ছাড়াও আরও কতকগুলি উপনিষদ্ দৃষ্ট হয়। অষ্টোত্তর শত উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশখানি সর্ব সম্প্রদায় কর্তৃক প্রধান বা মুখ্য উপনিষৎ রূপে পরিগণিত। ইহার একখানিতেও "ভক্তি" শব্দের কোন উল্লেখ নাই। ভক্তি কথাটির স্থলাভিষিক্তরূপে কোন কোন উপনিষদে "শ্রদ্ধা" শব্দটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা শব্দের ব্যাখ্যায় আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "গুরুবেদান্তবাক্যেষু দৃঢ়ঃ বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা" অর্থাৎ আচার্য ও শাস্ত্রের বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। গীতায় আছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" শ্রদ্ধার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু শ্রদ্ধার দ্বারা যে ভক্তি লাভ হয়, এমন কোন কথা নাই। ভক্তিসূত্র-কার মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক জিনিষ নহে,—শ্রদ্ধা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু ভগবল্লাভের উপায় হইতেছে—ভক্তি। "নৈষা শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ" (ভক্তিসূত্র, দ্বিতীয় আহ্নিক ২৪ সূত্র)। "আন্নায়সূত্রে" (সূত্রসংখ্যা ৫৭)। কিন্তু শ্রদ্ধা শব্দকে ভক্তির অনুকূলেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা,—"শ্রদ্ধা ত্বন্তোপায়বর্জ্যং তদ্ভাবমুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ" অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান প্রভৃতি উপায় ত্যাগকারী ভক্তির প্রতি উন্মুখ চিত্তবৃত্তিবিশেষের নামই শ্রদ্ধা। ঈশাদি মুখ্য দশোপনিষদে ভক্তি শব্দের সাক্ষাৎ না মিলিলেও "শ্বেতাশ্বতর" উপনিষদের শেষ মন্ত্রটিতে ভক্তি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" —যিনি দেবতার (পরমেশ্বরের) প্রতি পরম ভক্তিমান্ এবং গুরুর প্রতিও তদ্রূপ ভক্তিমান্ এই উপনিষদুক্ত তত্ত্ব তাঁহারই নিকট প্রতিভাত হয়। উপনিষদের মধ্যে ভক্তিবাদ অনুসন্ধিৎসু কোন কোন আচার্য কঠোপনিষদের (২।২৩) মন্ত্রের দ্বিতীয়-পাদ, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—যিনি ইঁহার (পরমাত্মার) কৃপা যাচ্ঞা করেন, তাঁহারই নিকট ইনি স্বীয় তনু প্রকাশ করেন,—এই মন্ত্রকে ভক্তিবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা করেন। কিন্তু আচার্য শংকর প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ এই মন্ত্রকে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের স্বপক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঘু উপনিষদাবলীর মধ্যে গোপালতাপনী, নৃসিংহতাপনী,

রামতাপনী-প্রভৃতি গ্রন্থে তত্তৎদেবতার উপাসনা ও ভজনকথা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। ভক্তির দ্বারা ভজনই ঐ সকলগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু।

"ভক্তিসূত্র" গ্রন্থ দুইখানি দেখিতে পাওয়া যায়। একখানির রচয়িতা দেবর্ষি নারদ, অপরখানির মহর্ষি শাণ্ডিল্য। উভয় গ্রন্থই যে বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতের পরে রচিত তাহার প্রমাণ গ্রন্থস্থ সূত্র মধ্যেই পাওয়া যায়। নারদীয় ভক্তিসূত্র ৮৪টি সূত্রে সমাপ্ত, শাণ্ডিল্যীয় ভক্তিসূত্রের সংখ্যা এক শত। নারদের ভক্তিসূত্রে শাণ্ডিল্যের নাম আছে, কিন্তু শাণ্ডিল্যের গ্রন্থে নারদের উল্লেখ নাই। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র, সুতরাং মহর্ষি শাণ্ডিল্যের পূর্বজ এবং ভক্তিধর্মের অন্যতম আদি প্রচারক। অথচ শাণ্ডিল্য স্বীয় ভক্তিসূত্রে অন্যান্য আচার্যগণের নাম উল্লেখ কালে দেবর্ষির নাম মাত্রও করিলেন না,—ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? নারদীয় ভক্তিসূত্রের কোন টীকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের একটি টীকা আমরা দেখিয়াছি—উহার রচয়িতার নাম স্বপ্নেশ্বর। এই স্বপ্নেশ্বর বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত বাসুদেব সার্বভৌমের পৌত্র। তাঁহার পিতার নাম জলেশ্বর বাহিনীপতি। জলেশ্বর ওড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার "বাহিনীপতি" উপাধি হইয়াছিল। জলেশ্বরের পিতামহ নবদ্বীপবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদ,—পিতা জগৎবিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম, পুত্র স্বপ্নেশ্বরও মহাপণ্ডিত। অথচ তিনি নিজে ছিলেন দ্রোণাচার্যের ন্যায় ক্ষাত্রবৃত্তিধারী। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের টীকার শেষে স্বপ্নেশ্বর যে, আত্মপরিচয় দিয়াছেন, উহা হইতেই এই সকল কথা জানা যায়। শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতাদভূদ্ ভূমণেঃ
সর্বোর্বীপতি সার্বভৌম পদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
তস্মাদাস জলেশ্বরো যুধবরঃ সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাম্
স্বপ্নেশেন কৃতং তদদ্ভজুষা সদ্ভক্তি মীমাংসনম্॥"

স্বপ্নেশ্বর প্রধানতঃ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতকে আশ্রয় করিয়াই স্বীয় টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভক্তির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, "সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা। ২। অমৃতস্বরূপা চ। ৩। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসাই ভক্তি এবং ভক্তিই অমৃতস্বরূপা। ভক্তি লাভ হইলে ত্রিতাপের জ্বালা দূর হয়,—মনে বিমল শান্তির উদয় হয়। "যোগসারস্তবে"ও বলা

হইয়াছে,—

"তাপত্রয়মথৌঘশ্চ তাবৎ পীড়য়তে জনম্।
যাবন্ন ভজতি নো নাথ ভক্ত্যা ত্বৎ পাদপঙ্কজম্॥"

—যে পর্যন্ত না লোকে ভক্তিভরে তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করে, সেই পর্যন্তই হে প্রভো! তাপত্রয় ও পাপসকল লোকদিগকে পীড়া দেয়। ভাগবতে শ্রীভগবান্‌ও গোপীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ময়ি ভক্তি হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে।" আমাকে ভক্তি করিয়াই লোকে অমৃতত্ব লাভ করে। এই অমৃতত্ব দেহের চিরস্থায়িত্ব নহে; ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অপূর্ব রসমাধুর্যের আস্বাদনই হইতেছে এই অমৃতত্ব। ভক্তি শাস্ত্রে ইহাকে চতুর্বর্গের উর্দ্ধে অবস্থিত পঞ্চম পুরুষার্থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ ভক্তিকে পরমপ্রেমরূপা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেমের কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করেন নাই। প্রেম কি? তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দর্শন ও রসশাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় ভক্তরাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হয়,—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম"—অর্থাৎ আনন্দরসের যাহা নির্যাস বা ঘনীভূত সার—তাহাই প্রেম। একমাত্র চিদ্‌বস্তু শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি প্রকৃত প্রেম হইতে পারে না। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি যে ভালবাসা উহা যথার্থ প্রেমপদবাচ্য নহে, কারণ উহাতে আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে,—উহা জড় কাম মাত্র।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন,—"হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর, সে সবই আমাকে অর্পণ করিও" (গীতা ৯।২৭)। অর্থাৎ তুমি নিজের সুখের কথা না ভাবিয়া, সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া, তোমার কৃত সকল কার্যের দ্বারা ভগবানের প্রীতি হউক—এই ভাবে ভাবিত হও, তাহা হইলেই পরম তৃপ্তি লাভ করিবে। 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।'

মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে ভক্তি 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'—ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। দেবর্ষি নারদ-কথিত 'পরমপ্রেমরূপা'র সহিত ইহার কোনই পার্থক্য নাই। নারদের ন্যায় শাণ্ডিল্যও ভক্তিকে অমৃতস্বরূপা বলিয়াছেন, 'তৎপ্রাপ্তিস্তদমৃতত্বোপদেশাৎ'—ঈশ্বরে ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'—গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—ইষ্টে রসভাবিত একান্ত আবিষ্টতার নামই রাগ—"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ"। ভক্তির স্বরূপ বা লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি ভক্তিকে সামান্য-ভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ইহা ভক্তির সূক্ষ্ম বিভাগ। স্থূলতঃ ভক্তি দ্বিবিধ—সাধন বা বৈধীভক্তি এবং পরা বা প্রেমভক্তি। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী শ্রবণ, কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তির কোন এক বা একাধিক অঙ্গের যাজনের নাম সাধন ভক্তি বা বৈধীভক্তি। সাধন ভক্তির স্তর হইতে কোন কোন ভাগ্যবান সাধক প্রেমভক্তির ভূমিকায় অধিরূঢ় হন। উহার ক্রম এইরূপ :—

"সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য। ১৯ পঃ।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে "নারদ পঞ্চরাত্র" একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ভক্তির সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

—অন্য কামনা পরিহার করতঃ নির্মলচিত্তে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবার নামই ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতকে ভক্তিগ্রন্থ সমূহের শীর্ষস্থানীয় বলা হয়। ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতিকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"মাতঃ! যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চাহে না। সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সারূপ্য (আমার মত রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান) বা একত্ব (নির্বাণ-মুক্তি)—ইহাদের যে কোনটি আমি দিতে চাহিলেও উহা তাঁহারা গ্রহণ করে না, তাঁরা চায় শুধু আমাকে ভালবাসিতে, আমার সেবা করিতে। ইহারই নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। ইহা দ্বারা আমার ভক্তগণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম প্রাপ্ত হন।"

"স এষ ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

গীতায়ও শ্রীভগবান্ মায়াকে 'দৈবী' ও 'দুরত্যয়া' বলিয়াছেন। মায়াকে জয় করা বড় কঠিন। কিন্তু 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' যাঁহারা আমার শরণ নেয়, মায়া আর তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই জন্যই গীতায় চরম উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বাচার্যগণের মত আলোচনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবের মতে শ্রীভগবানের পূজাদিতে যে অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি। গর্গমুনির মতে, ভগবানের কথায় (অর্থাৎ নাম রূপ গুণ ও লীলা কীর্তনে) অনুরাগের নাম ভক্তি; পরে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে স্বীয় আত্মার (পরমাত্মার অভিন্ন অংশরূপে) যে অবাধ অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্যের মতটি আপাতদৃষ্টিতে অভেদবাদ-মূলক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জীব ভগবানের অংশ সত্য কিন্তু ভগবান বিভু-চৈতন্য, জীব অণু-চৈতন্য—সুতরাং উভয়ের মধ্যে সেব্য ও সেবক সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

—চৈঃ চঃ।

পুরাণোত্তর যুগে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণকারী শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ অন্য অভিলাষশূন্যতা, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ফলযুক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রুচিযুক্তা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। পূর্বে নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে ভক্তির লক্ষণ বিষয়ক যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—উহার সহিত এই শ্লোকের যে তত্ত্বগত ঐক্য রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার ও সুবিখ্যাত "অদ্বৈতসিদ্ধি"-প্রণেতা শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তদীয় পরিণত বয়সে রচিত (সম্ভবতঃ শেষ গ্রন্থ) "ভক্তিরসায়নে" ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্যাধারাবাহিকতাং গতা।
সর্বেশে মনসো বৃত্তি র্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ ভগবানের গুণমহিমাদি শ্রবণ বশতঃ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু মন দ্রবীভূত হইলে ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় যে চিত্তধারার উদ্ভব হয়, তাহারই নাম ভক্তি।

যাঁহারা ভক্তিসম্বন্ধে আরও জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত 'ভক্তি সন্দর্ভ' ও 'ভক্তিরসামৃতশেষ', শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' ও 'কান্তিমালা' টীকা এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত 'মাধুর্য-কাদম্বিনী' পাঠ করিলে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

—০—

গীতা ও মনুসংহিতা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ]

"গীতা মানিতে রাজি আছি। কিন্তু মনুসংহিতাকে কেন মানিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষী গীতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলিয়াছেন। Von Humboldtও সেই কথা বলিয়াছেন। এজন্য গীতা মানিতে রাজি আছি। কিন্তু মনুসংহিতার অনেক কথা মানা যায় না। জন্ম অনুসারে জাতিবিভাগ, অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহ; খাদ্যাখাদ্য বিচার আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ সব স্বীকার করা যায় না। ধর্ম ও জ্ঞানের কথা, অন্তরের অবস্থা। বাহ্য আচার ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ?" আধুনিক ব্যক্তি অনেকে এই কথা বলেন। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে গীতা কেবল জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করেন নাই, সেই অবস্থা লাভ করিবার উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞান হইলে সর্বভূতে সমদর্শন হয়, কোনও পার্থিব বস্তুর জন্য আকাংক্ষা থাকেনা, কোনও বিপদের চিন্তায় ভয় আসে না, মনের এই উচ্চ অবস্থা কিরূপে লাভ করা যায় গীতা তাহাও বলিয়াছেন। উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, উপায়ের কথাও বলা হইয়াছে। মনের যে উচ্চ অবস্থাকে গীতা জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে যে উপায়ের দ্বারা সেই উচ্চ অবস্থা লাভ করা যায় সেই উপায়কেও স্বীকার করা উচিত। একটু আলোচনা করিলে দেখা যাইবে মনু যে আচার ব্যবহার এবং সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহা মানব জীবনের লক্ষ্য লাভের অনুকূল উপায়। গীতা বলিয়াছেন, "সৎ ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমদৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে"

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

—গীতা ৫।১৮

আমরা জানিলাম যে ইহারা সবই সমান। কিন্তু আমাদের কেন মনে হয় যে ইহারা সমান নহে? ইহার কারণ এই যে আমাদের মন নির্মল নহে, মন অশুদ্ধ, সেজন্য সমান বস্তুকে অসমান বলিয়া প্রতীতি হয়। যাহাতে সমান মনে হইতে পারে, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে, এজন্য আমাদের মন শুদ্ধ করা প্রয়োজন। মন শুদ্ধ করিবার জন্য কর্ম করিতে হইবে।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।

—গীতা ৫।১১

"আত্মশুদ্ধির জন্য (এখানে আত্মা = মন) যোগীরা কর্ম করেন"। তাঁহারা অবশ্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং নিষ্কামভাবে কর্ম করেন। কিন্তু কোন্ কর্ম করেন? কোন্ কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়? বলা বাহুল্য মন্দ কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। উত্তম কর্ম করিতে হইবে। কিরূপে স্থির করা যাইবে কোন্ কর্ম মন্দ? এরূপ মনে হইতে পারে যে আমাদের বুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা ইহা স্থির করা যায়। কিন্তু তাহা হয় না। অর্জুনের বুদ্ধি বা বিবেক বলিয়াছিল যে যুদ্ধ করা উচিত নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে তাহার যুদ্ধ করা উচিত, না করিলে পাপ হইবে। অতএব বুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা ইহার নির্ণয় হয় না। ইহা শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয় করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছেন।

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ"

—গীতা ১৬।২৪

আচার্য্যরা বলিয়াছেন যে শাস্ত্র দ্বিবিধ—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। বেদ অপৌরুষেয় অতএব অভ্রান্ত। আর স্মৃতি হইতেছে বেদমূলক ঋষিপ্রণীত ধর্মগ্রন্থ। মনুসংহিতা স্মৃতির অন্তর্গত। মনুর ব্যবস্থা সকল যে কল্যাণজনক তাহা স্বয়ং বেদ বলিয়াছেন।

"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্"

—তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকর। মনুর ব্যবস্থা সকল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ গীতায় বলা হইয়াছে যে কর্মযোগ সম্বন্ধে তিনি সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, তাহার পর বহুকাল

গত হইয়াছে, সে বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই লুপ্ত বিদ্যা পুনরায় প্রদান করিয়াছিলেন। কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার টীকার উপক্রমণিকায় মহাভারত হইতে একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে পুরাণসকল, মনুর নিয়মাবলি, বেদ, বেদাঙ্গ এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ঈশ্বরের বাক্যের উপরপ্রতিষ্ঠিত অতএব অভ্রান্ত।

পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানিহেতুভিঃ॥

ইহা হইতেও বোঝা যায় যে মনুর নিয়মাবলি মহাভারত অপেক্ষা বহু প্রাচীন এবং ব্যাসের মতে ইহা অভ্রান্ত। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, সকল গ্রন্থেই কর্ত্তব্যকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ আছে, সত্য। কিন্তু তাহা প্রাসঙ্গিক ভাবে। কর্ত্তব্য কর্ম সম্বন্ধে মুখ্যভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ধর্মশাস্ত্রে। আবার সকল ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুই প্রধান। কারণ মনুর ব্যবস্থা সকল বেদানুযায়ী। এ বিষয়ে মনু-সংহিতাতে বলা হইয়াছে, "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। স সর্বোঽভিহিতো বেদে—" (মনু ২।৭) অর্থাৎ মনু যাহার জন্য যাহা ধর্ম বলিয়াছেন, বেদে সে সকল বলা হইয়াছে। এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥" অর্থাৎ বেদের উপদেশ ইহাতে আছে বলিয়া মনুর স্মৃতি সকল স্মৃতির মধ্যে প্রধান; যে স্মৃতিগ্রন্থ মনুর বিপরীত কথা বলিয়াছে তাহা প্রশংসা করা যায় না। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিবে না যে শ্রীকৃষ্ণের মতে মনুসংহিতার ব্যবস্থা সকল কল্যাণজনক,—গীতা মানিলে মনুসংহিতাও মানা উচিত। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করিলে এবং আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করিলে স্বারাজ্য বা মোক্ষ লাভ হয়।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

—মনু ১২।৯১

গীতাও এক্থা বলিয়াছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—গীতা ৬।২৯

অতএব গীতার যাহা আদর্শ, মনুসংহিতারও তাহাই আদর্শ। সেই আদর্শ

বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় গীতায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, "শাস্ত্র বিহিত কার্য্য করিবে।" মনুসংহিতাতে সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম সবিস্তারে বলা হইয়াছে, জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, বর্ণ অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ত্তব্য কি তাহা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ বর্ণ অনুসারে কর্ম্ম করিলে যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ইহা গীতাতেও বলা হইয়াছে,

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

—গীতা ১৮।৪৬

"যিনি সকল প্রাণীকে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন, নিজবর্ণ বিহিত কর্মের দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে।"

যেমন প্রকৃতির নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ অধ্যাত্ম জগতের নিয়মেরও পরিবর্ত্তন নাই, সেই সকল নিয়মের সমষ্টি "সনাতন ধর্ম" নামে পরিচিত। কলিযুগে মনুষ্যের শক্তি কমিয়াছে, এজন্য শাস্ত্র কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন, যেমন কলিযুগে নিয়োগপ্রথা চলিবেনা। বলা বাহুল্য এজন্য কেহ বলিতে পারেন না যে শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একণে অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা উচিত। কলিকালের জন্য কোনও নিয়ম বর্জন করা হয় নাই। কতকগুলি অতিরিক্ত নিষেধ দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা সর্ব নিয়ম পালন করিতে পারিনা ইহা সত্য। কারণ কলিকালে আমাদের শক্তি ও সুযোগ অল্প। কিন্তু শাস্ত্রের কোনও নিয়মকে মন্দ বলিলে শাস্ত্রেরই নিন্দা করা হয়। ইহা একটি নামাপরাধ। অর্থাৎ শাস্ত্র নিন্দা করিলে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। মনুসংহিতার কোনও ব্যবস্থাকে মন্দ বলিলে নামাপরাধ হয়। গীতা মানিলে সকল শাস্ত্রকেই মানিতে হইবে। শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা একটি প্রধান শাস্ত্র।

—•—

নববর্ষে

[অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ]

ওখানে ও কে ?

ওঃ আপনি ? বেশ কথাত ! দেখছেন মানুষ, ভাল ক'রে চেনেনও আমাকে, তবুও বলছেন্ ও কে ?

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে আবার বলত ?

কেন, আমি কেন, এ প্রশ্ন যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সে তার নাম গোত্র জাতি সব বলবে। আমার এসবত আপনি জানেনই।

আমার কথা রাখ। তুমি তোমার কথা বল। তুমি প্রাণী, তুমি মানুষ কেমন ? অন্য প্রাণীও ত সহস্র রকমের আছে। তুমি তোমাকে মানুষ জ্ঞান কর কোন গুণে ? তাদের সঙ্গে তোমার তফাৎ কোন্‌টিতে ?

আমার কত মানুষত আছে, তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইহার যেটি হও সে জাতিটি কেন তাই বল ?

ঐ জাতির ঐ বংশের তুমি, ঐ গোত্রের তুমি—কেন ভাব ?

কেন ভাবি ?—ভাবি এইজন্য যে—আমি মনুষ্য জীবনে এক জাতিতে একবংশে জন্মিয়া প্রাণধারণ করিয়া আছি।

বেশ, ঐ যে ঐ জাতিতে ঐ বংশের মানুষ প্রাণী হইয়া হাড়মাংসের দেহে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি লইয়া "আমি"টি সাজিয়া সংসারে পথিক হইয়া চলিয়াছ একি তুমি নিজে গড়িয়াছ ? তুমি যে পথিক। প্রতি পান্থশালায়—প্রতি যোনিতে—নূতন পরিচ্ছদের মত নূতন নূতন ঐরূপ দেহ পাও এ কথা ত আগে কত শুনিয়াছ। ঐ যে চলা—এই দেহ গড়া ভাঙ্গা—একি তুমি চালাও ?

তা হবে কেমন ক'রে ? আমার জন্মের আগে পিতামহা, জন্মক্ষেত্র। দেশে, যে যোনিতে যে কালে যাতায়াত—তাহাতে আমার হাত কি আছে ?

আচ্ছা, আপনিই দয়া ক'রে বলুন, আমাকে বুঝাইয়া দিন, কে প্রতিজীবকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহটি দিয়ে চালাইয়া নেয়। সে মনে করে সে চালায় অথচ তার "আমিটি" অবলম্বন ক'রে যাহা কিছু—অন্যের দেওয়া। সে কে, যার কাছে জীব সব পায়, তাহার চালনায় সে চলিতে পারে ?

শাস্ত্রত পড় ও শোন। ভুলে যাও কেন ! "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকে

শ্রীভগবান্ নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া দেখ।
উত্তর ঐখানে সব পাবে।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর নিয়তিতে চলে—প্রতি অণু পরমাণু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, জড় চেতন যাঁর শৃঙ্খলায় চলে—সেই সর্ব্বশক্তিমানের অংশ প্রতি জীব। স্বীয় বুদ্ধির কর্ম্মে স্বাধীনতা আরোপ করিয়া ভালমন্দ যাহা যাহা কামনা করে—পাপ পুণ্যের সেই কর্ম্মের পুঁটুলি সূক্ষ্মদেহে লইয়া স্থূলদেহ ছাড়ে। "মনঃ ষষ্ঠানী-ন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানিকর্ষতি"। এক দেহে থাকা কালেও ঐ মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় লইয়াই কর্ম্ম সঞ্চয় করে। এই ত যাতায়াত। ঐ পাপপুণ্য কর্ম্মানুসারে জীবকে চতুরশীতিলক্ষ নানা যোনিতে—জন্মক্ষেত্রে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর প্রেরণ করিয়া তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে—অন্তঃকরণে থাকিয়া সর্ব্বদা পরিচালনা করেন। প্রতি দেহে জীব নূতন কর্ম্ম করিয়া লয়, আবার ঐ জন্ম জন্মে। একটা ঘোড়া নিজের পিঠে নিজে চাবুক মারিয়া নিজকে চালাইলে যেমন হয় এ তেমন। ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি মায়ার দেহে জীবের এই খেলা তিনি খেলেন।

জীব যতদিন ইহা বুঝিয়া তাঁকে না চায়—সব তাঁর এইটি না বোঝে,—যতদিন সে নিজের অজ্ঞানে "আমি"তে মজিয়া চলে, ততদিন তার যাতায়াত থামে না। "না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" ঈশ্বর পাপপুণ্য দেন না। জীব নিজের পাপে নিম্নক্ষেত্রে, নিজের পুণ্যে ঊর্দ্ধলোকে যায়। "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।"

বুঝিলাম, জাতি কুল সব আমারই কর্ম্মানুসারে তিনি দিয়া, আমাকে আমার কর্ম্মফল ভোগ করাইতেছেন,—আমারই হৃদয়ে সর্ব্বদা থাকিয়া ঈশ্বর তাঁহার মায়াময় জগতে আমাকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এ যাতায়াত—পথিকের এ জন্মমৃত্যু—কবে থামিবে? আমার ভ্রম কি করিয়া ভাঙ্গিবে? দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।

শাস্ত্রও তাহাই উপদেশ করেন। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" যিনি হৃদয়যন্ত্রে আছেন, যাঁর যন্ত্র তুমি, তাঁর শরণ লও। সর্ব্বতোভাবে শরণ লও। নিজের "আমি" বুদ্ধি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তাঁর হইয়া যাবার জন্য তাঁর নিয়মে চল। তবেই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে চলা ফেরার—জন্ম মৃত্যুর—হাত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্ত করিয়া দিবেন। তুমি তাঁর হইয়া পরমপাদরূপ তাঁহাকে পাইয়া গন্তব্যস্থান লাভ করিবে। পথিকের পথচলা চিরতরে থামিয়া যাইবে।

তাঁর নিয়ম কি করিয়া জানিব?

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিধিনিষেধাত্মক বেদাদি শাস্ত্ররূপে তিনিই আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীবের উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করেন। ইহা কর, ইহা করিও না—গুরু-পরম্পরায় জানাইয়া দেন। স্বেচ্ছাচারি জীব স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা মনে করিয়া তাঁহার বাক্য,—শাস্ত্রবাক্য,—লঙ্ঘন করিয়া নিজেরা মজে পরকেও মজায়। ইহাইত ধর্ম্মের গ্লানি। বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ। ধর্ম্মেই—ঐ শাস্ত্রীয় নিয়মেই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়,—চলে,—লীন হয়। উহা লঙ্ঘন করিয়া কাহারও রক্ষা নাই।

নিজ কর্ম্মফলে যে কুলে জন্মিয়াছ, যে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে জন্মিয়াছ তাহার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট আছে। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।" সেই পথে চল, ধর্ম্মই তোমাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। ধর্ম্মেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মমূর্ত্তি তাঁরই—সেই বিধাতা শ্রীভগবানেরই—মূর্ত্তি। তাঁর শরণ লওয়া ও তাঁর শাসনমত চলা—শাস্ত্রমত চলা। পুরুষের পক্ষে পুরুষের ধর্ম্মে চলা। স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্মে—পাতিব্রত্যধর্ম্মে চলা।

সৃষ্টির আদি হইতে আজিও পিতামাতা পরম্পরায় শুক্রশোণিতে বংশ টিকিয়া আছে। তুমি পিতামাতা হইতে বংশের রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সব পাইয়াছ। পিতামাতার দেহের গঠন, পিতামাতার চিন্তার ধারা, কথার সুর সন্তানের দেহে স্পষ্ট। কত স্রোতের কত ধারা পর পর চলিয়া তোমাতে মিলিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ইত্যাদিও পাইয়াছ ঐ বংশে জন্মাবার ফলে।

গায়ের জোরে ঐ নিয়ম ঠেলিয়া ফেলিয়া না দিয়া ঐ কুলের, ঐ জাতির, যে ধর্ম্ম বিধাতা বেদাদি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মানব জাতির যে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মানবত্বাদি রক্ষার যে ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহা পালন কর—শাস্ত্রের নির্দ্দেশে সময়কালে মানবধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান কর,—তবেইত প্রাণ ঠিক পথে চলিবে মনুষ্যত্ব বজায় থাকিবে, ব্রাহ্মণত্ব ফুটিয়া উঠিবে, কুলধর্ম্মের মর্য্যাদায় মহিমান্বিত হইয়া শ্রীভগবৎ প্রসন্নতা লাভ করতঃ জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইয়া যাইবে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম যদি গ্রহণ কর, আমার শাস্ত্রসম্মত কথা না শোন তাহা হইলে নিজের মঙ্গলপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। "ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"। শাস্ত্রসম্মত অমানিত্বাদি দৈবীসম্পৎ যদি অর্জ্জন কর শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। "দৈবীসম্পৎ বিমোক্ষায়।" আর "আমিত্বের" বিকারে দম্ভদর্পাদি আসুরিসম্পৎকে প্রশ্রয় দিয়া যদি বাড়াও তবে জন্মে জন্মে ধাপে ধাপে নামিয়া কৃমিকীটাদি অধোযোনিতে পড়িবে,—এমনকি স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবে।

"আসুরিং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্"। তিনিই তাঁর আদেশলঙ্ঘনকারিকে—শাস্ত্রদ্বেষিকে—শাস্ত্রলঙ্ঘনকারিকে ঐ আসুরযোনিতে পাঠান। তাঁর মায়ার হাত হইতে এড়াইবার উপায় একমাত্র তিনিই। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" হতাশ হইও না। তাঁহার শরণ লও। তাঁহার প্রসন্নতালাভের জন্য দৃঢ়তা সহকারে কর্ম্ম করিয়া যাও।

নববর্ষের নবীন উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে দেহ, মন, বুদ্ধি পরিচালিত করিয়া দুর্লভ মানব জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হও। মনে রাখিও "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" দেহে মাত্র মানুষ না সাজিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের অবশ্য অবলম্বনীয় "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।" এই দশটির অনুশীলন কর। চেষ্টার তীব্রতায় এই জীবনেই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া মানবজীবন সফল করিতে পারিবে। ঐ শোন শ্রীভগবানের বাণী—তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।"

—•—

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ, সপ্তম উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিত শ্চিন্ময়ঃ
সঞ্জাত পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হৃতরাক্ষসঃ পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাস্থং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায় মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দ সান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিত তত্ত্বমহং নমামি ॥

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি নাশের একমাত্র কারণ, মায়ার আশ্রয়, সম্পূর্ণরূপে মায়া শূন্য, অচিন্ত্যমূর্ত্তি, নিজবোধরূপ, নিবিড় অমল আনন্দ ; জ্ঞাততত্ত্ব সীতাপতিকে আমি প্রণাম করি।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনং সজ্জনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর বচসাং পাবন পারগানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রামনাম॥

—মহানাটক।

অবেশ মঙ্গলের মূল কারণ, কলিমল মর্দ্দন, সজ্জনগণের জীবন স্বরূপ, সত্বর পরম পদে প্রস্থানকারী মুমুক্ষুগণের যা পাথেয় প্রধান প্রধান কবিদিগের বাক্যের একমাত্র বিশ্রাম স্থান, পবিত্রকারক বস্তুসমূহের শোধক, ধর্ম্মতরু-বীজ রাম নাম আপনাদের ঐশ্বর্য্যের জন্য হোক্।

মঙ্গলানি গৃহে তস্য সর্ব্বসৌখ্যানি ভারত।
অহোরাত্রঞ্চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

—পদ্মপুরাণে।

যিনি অহর্নিশি 'রাম' এই অক্ষর দুটী জপ করেন, হে ভারত! তাঁর গৃহে মঙ্গল ও সমস্ত সুখধারা বর্ত্তমান থাকে।

গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা-সিন্ধু পুষ্করে।
কেদারতুদকং পীতং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ —ঐ

যিনি 'রাম' এই অক্ষর দুটী উচ্চারণ করেন তাঁর গঙ্গা সরস্বতী নর্ম্মদা যমুনা সিন্ধু ও পুষ্করে গমন এবং কেদারের জল পান করা হয়েছে।

তেন দত্তং হুতং তপ্তং সদাবিষ্ণুঃ সমর্চিতঃ।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ —ঐ

যাঁর জিহ্বাগ্রে 'রাম' এই অক্ষর দুটী নিয়ত নৃত্য করেন তৎকর্ত্তৃক দান হোম তপস্যা সদা বিষ্ণু-অর্চ্চনা প্রভৃতি করা হয়েছে। মাত্র 'রাম' উচ্চারণ কর্‌লে দান হোম তপ ও বিষ্ণু পূজার ফল হয়, রামনামকারী ধনবানের দান হোমাদি কিছুই কর্‌তে হবে না।

যদি তিনি অনন্ত নামপ্রেমী হন তা'হলে তিনি ইষ্টে প্রীতি ও তাঁর কৈঙ্কর্য্যের জন্য দানাদি না করে থাকতে পার্‌বেন না। অর্থের সাফল্য হ'ল দান, দেবসেবা, অতিথিসেবা, নর-নারায়ণ সেবা। মানুষের ধন প্রাণস্বরূপ সেই প্রাণরূপ ধন দিয়ে ধনশালী তাঁর প্রিয়তমের অর্চ্চনা করেন, তাঁর প্রীতির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ,

পুষ্পোদ্যান জলাশয় খননাদি ও অন্ত নররূপী নারায়ণের হিতকর কার্য্য সকল রাম রাম করতে করতে করে থাকেন।

অহোভাগ্যমহো ভাগ্যমহোভাগ্যং পুনঃ পুনঃ।
যেষাং শ্রীমদ্রঘুত্তমং নাম্নি সংজায়তে রতিঃ॥

—পদ্মপুরাণে।

যাঁদের সীতাপতি রামচন্দ্রের নামে উত্তমরূপে অনুরাগ উৎপন্ন হয় তাঁদের ভাগ্য অতি প্রশংসনীয়, অহো তাঁদের সৌভাগ্য, পুনঃ পুনঃ তাঁদের অদৃষ্টের প্রশংসা করি।

অনুরাগ অর্থে কি?

অনুরাগ হ'ল অত্যাসক্তি, যেমন কামীর কামিনীতে, কৃপনের ধনে, পিপাসিতের জলে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নে তদ্রূপ যাঁদের নামে প্রেম হয় তাঁরা অতি ভাগ্যবান্।

পাঁচটী বানর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বসে আছে এমন সময় রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, মা আমার কাঁদতে কাঁদতে রাম রাম কচ্ছেন, তিনি তাদের লক্ষ্য করে রাবণের অজ্ঞাতসারে অলঙ্কার ফেলে দিলেন, তাঁর জিহ্বার শ্রেষ্ঠ ভূষণটীও তৎসঙ্গে ফেলেন। রাম রাম রাম! হনুমানের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হ'ল, তিনি জপ করতে লাগলেন রাম রাম রাম, সেই যে আমার রামহৃদয়-মোহিনী মাতার মুখোচ্চারিত শ্রীরামনাম মহাবীরের জপমালা হ'ল, রসনা তা আর ছাড়তে পারলে না। সেই নামের বলে সমুদ্র লঙ্ঘন, সীতা দর্শন, রাবণের পুত্র ও সৈন্যগণকে বধ, লঙ্কা দাহন ইত্যাদি একাকী করে এলেন। তারপর রাম নামের বলে নলদির সহিত সাগরে সেতু বন্ধন করলেন। ব্রহ্মা বলেছিলেন—

সন্তরন্তি স্ম গিরয়ো রাম নামাঙ্কিতা জলে।
তদদৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্বিস্মিতাস্তদা॥ —আদি রামায়ণ।

রাম-নামাঙ্কিত পর্ব্বত সকল জলে ভাসছে দেখে তখন বানরগণ বিস্মিত হয়েছিল। তারপর রাবণবধ সীতাউদ্ধার হ'ল, ঐ রাম নামের বলে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত এনে সকলকে বাঁচালেন।

অবিরাম নাম তাঁর রসনায় নৃত্য করতে লাগলো। তিনি একবার বলেছিলেন—

সকৃজ্জপং ধুনোত্যাশু পাপমাজন্মসম্ভবম্।
দ্বিরাবৃত্ত্যা পুনর্জপ্তং কোটী যজ্ঞফলপ্রদম্॥

ত্রিরাবৃত্যা পুনর্জপ্তং স্বরূপত্বং করোত্যয়ম্।
চতুরাবৃত্তি জপ্তাতু ঋণী ভবতি রাঘবঃ॥
চিন্তামণিঃ কল্পতরুঃ কামধেনুশ্চ বৈ নৃণাম্।
অনন্তফলসন্দোহস্তবনং রাম নাম বৈ॥

—আদিরামায়ণ।

একবার রাম নাম জপ কর্‌লে সত্বর আজন্মসঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়, দুইবার জপে কোটী যজ্ঞের ফল প্রদান করে, তিনবার জপে স্বরূপ লাভ হয়, চারবার জপ কর্‌লে রামচন্দ্র তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকেন। চিন্তামণি কল্পতরু ও কামধেনু যেমন—চিন্তা কর্‌বা মাত্র মানুষের বাঞ্ছিত ফল দান করে, তদ্রূপ রাম নাম যাহা অন্য কোন রূপে পাওয়া যায় না এমন অনন্ত, ফল সমূহ প্রদান করে থাকেন।

কোন সময় শ্রীভগবান রামচন্দ্র মহাবীরকে একগাছি মুক্তার মালা দান করেন, তিনি তা উত্তমরূপে দেখে দুতিনটী মুক্তা দাঁতে কেটে হার ফেলে দেন। তখন একজন জিজ্ঞাসা করেন, মহাবীর তুমি দাঁতে করে মালা কেন কাট্‌লে, আর এমন মূল্যবান হার কেনই বা ফেলে দিলে। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, যাতে রাম নাম নাই তা আমার প্রয়োজন নাই। সে কথা শুনে সে ব্যক্তি বলেন তোমার দেহে রাম নাম আছে কি—যে তা বহন করে বেড়াচ্ছ! হনুমান বলেন, নিশ্চয় আছে, এই বলে চর্ম্ম উত্তোলন করে দেখান তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রাম নাম অঙ্কিত রয়েছে, হৃদয়ে রামসীতা রয়েছেন।

এ যেন স্বপ্নের মতন। দেহে রাম নাম লেখা হতে পারে?

কেন হতে পারেনা, পুনঃ পুনঃ নাম উচ্চারণ কর্‌লে কেন অঙ্কিত হবে না, অবিরাম নাম কর্‌লে রক্তে মাংসে মেদে মজ্জায় হাড়ে নাম লেখা হয়ে যায়, ভক্তের অস্থি থেকে নাম উচ্চারিত হতে থাকে।

অস্থি থেকে নাম কি করে হয়?

'রেকর্ড' থেকে যেমন গান বক্তৃতা হয় তেমনি ভক্তের অস্থি থেকেও নাম হয়। রেকর্ডে অন্য যন্ত্র, 'পিন্' প্রভৃতি দরকার হয়, তাতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, আপনা আপনি নাম হতে থাকে। আচ্ছা তোমায় একদিন চোখামেলার কথা বল্‌বো।

তারপর মহাবীর রামচন্দ্রকে বলেন—

তন্নাম স্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মনো মম।
অতস্তন্নাম সততং স্মরণ্ স্যাম্যমি ভূতলে॥

যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরম্।
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ॥
রামস্তথেতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্।
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে॥
স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগা সর্ব্বে মমাজ্ঞয়া॥

—অধ্যাত্মরামায়ণ।

—হে রাম! তোমার নাম স্মরণ করে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না, এইজন্য আমি তোমার নাম স্মরণ করতে পৃথিবীতে থাকবো, যতদিন জগতে তোমার নাম থাকবে হে রাজেন্দ্র! তাবৎকাল আমার কলেবর থাকুক, আমার এই অভিবাঞ্ছিতবর। শ্রীভগবান রামচন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু' তাই হবে! তুমি আমার বরে মুক্ত হয়ে যথাসুখে অবস্থান কর।

মা আমার সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে মারুতে! তুমি যে কোন স্থানে থা আমার আজ্ঞায় বিবিধ ভোগ সকল তোমার নিকট যাবে।

অদ্যাবধি মহাবীর নাম গান করছেন। আর যেখানে যেখানে রামনাম কীর্ত্তন হয় সেই সেই স্থানে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বারিপূর্ণনয়নে অবস্থান করেন।

যত্র তত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র শিরস্থ কৃতাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারি পরিপূর্ণলোচনং
মারুতি নমত রাক্ষসান্তকম্॥

অতুলিত বলধাম স্বর্ণ শৈলাভদেহং, দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানারাণামধীশং, রঘুপতি বরদূতং বাতজাতং নমামি॥
গোষ্পদীকৃত বারীশং মশকীকৃত রাক্ষসম্। রামায়ণ মহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্। কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং, জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি। জয় জয় মহাবীর!

মহাবীরের মত নামে অনুরাগ যার নেই সে কি করবে?

হেলায় শ্রদ্ধায় কেবল বলবে, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—০—

পণ্ডিত কাশীরাম দাস

[শ্রীস্থ-মো-দে]

সুপণ্ডিত কাশীরাম হে বাঙ্গালী কবি,
সুমধুর মহাকাব্য সে মহাভারত—
অনবদ্য ঘটনায় মূর্ত্ত ছায়াছবি
জীবের কল্যাণ পাঠে—পুণ্য ধর্ম্মমত।

অষ্টাদশপর্ব্বকথা মহাভারতের
বঙ্গভাষা মধুছন্দে করি রূপায়িত
উপহার দিলে বঙ্গভাষী পাঠকেরে
ভারতের মর্ম্মবাণী হল প্রচারিত।

মহাভারতের সাথে কবি কাশীরাম
রহিবে শাশ্বত তুমি অক্ষয় অম্লান,
স্মরিছে বাঙ্গালী জাতি নিত্য অবিরাম—
'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'।

কবি কাশীরামদাস তোমার চরণে
নিবেদি প্রণতি শ্রদ্ধা অক্ষয়-স্মরণে।

—•—

জড় বিজ্ঞানের ভূমিকায় আত্মচেতনা

[শ্রীনেপাল চন্দ্র দাশ]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল তখন ইহাতে সৃষ্টির কারণশক্তি না থাকাতেই সাম্যাবস্থায় ছিল। এই কারণশক্তিই ইহার সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া সৃষ্টির প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতিতেই যদি কারণশক্তি থাকিত তাহা হইলে ইহার সাম্যাবস্থা ঘটিতে পারিত না। অন্য কোন শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোন বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট হইবার উপায় নাই, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; তাহার অনুৎপত্তিরও একটী কাল ছিল—এই কালটীই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার কাল। এই সাম্যাবস্থা নষ্ট করিবার জন্য যে কারণশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পদার্থ—আর উহাই মূল পদার্থ; প্রকৃতি মূল পদার্থ হইতে পারে না। এই শক্তিই প্রকৃতি-পরাশক্তি—ঈশ্বরী।

প্রকৃতিজাত বস্তু বা প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে এই ঈশ্বরীকে বুঝিবার উপায় নাই। সেইজন্যই যন্ত্র বিজ্ঞান বা বুদ্ধিবিজ্ঞানে তাহাকে ধরিবার উপায় নাই। প্রকৃতির অতীত বস্তু প্রাকৃত জ্ঞানে ধরা যাইতে পারে না। অপ্রাকৃত বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারাই উহা উপলব্ধ হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়গোচরীভূত যে জ্ঞান তাহা সীমাবদ্ধ। কারণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সসীম পদার্থ। আর যে বুদ্ধির আমরা বড়াই করি তাহারও এই ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বুদ্ধিও সসীম হইতে বাধ্য। এই বুদ্ধি অসীম সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব ইহা পূর্ণজ্ঞান হইতে পারে না। আবার তথ্যাদি আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা হইল পরোক্ষ জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মার কোন সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এই জ্ঞানের আশ্রয় হইল মস্তিষ্ক—ইহা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই আজকাল এই পরোক্ষ জ্ঞানীদিগকেও অর্ব্বাচীনের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহার আপন সত্তার কোন বিকাশ ঘটে না বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইতে পারে। ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষাকারীর ন্যায় লাখ লাখ টাকার হিসাব খাতায় তাহার লেখা থাকিলেও আপনি কিন্তু ঐরূপ ধনের মালিক বলিয়া

গ্রাহ্য হইতে পারে না। জীবসত্তার যদি উন্নতি না ঘটে তবে সে জ্ঞানের মূল্য কতটুকু? দেখা গেল পরোক্ষ জ্ঞানের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।

অপরোক্ষ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছিন্ন হয়, হৃদয়ের সংস্কারগ্রন্থি কর্ত্তিত হয়, সেই জ্ঞান-ই পরম উৎকৃষ্ট জ্ঞান। বিচারের ও বিচার আছে, জানিবার পরও জানা আছে, যুক্তির পরও যুক্তি থাকিতে পারে। এইরূপ সংশয় সমুদ্রে জীবকুল অনন্ত কাল ধরিয়া হাবুডুবু খাইবে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিলেই মানুষ প্রকৃত কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।

এই অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ জ্ঞানকে পাইবার উপায়ও পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ ওটী পোঁকার সুতা যত দীর্ঘ হইতে থাকিবে, ততই সেই সুতায় জড়াইয়া তাহার মরণ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান অজ্ঞানতার অহমিকা বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। চৈতন্যকে ছাড়িয়া জড়ের পূজারী করিয়া তুলিবে। সাময়িক বাহ্য প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে জড়ের প্রয়োজনীয়তা, তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া রাক্ষসী ক্ষুধায় পরিণত করিবে। চৈতন্যের প্রতি অভিনিবেশ যে চিদ্‌জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা বিকৃত হইয়া জড় অভিনিবেশ বৃদ্ধি করিয়া বুঝাইবে ইহাই তোমার প্রকৃষ্ট উন্নতি। জড়ই তোমার ধ্যেয়। জড় মন্ত্রই তোমার মন্ত্র। জড়ই একমাত্র সত্য। জড়ের অতীত যাহা তাহা জড় বুদ্ধির গোচর নহে—অতএব এসব মিথ্যা। এস আমরা কেহ রাক্ষস হই, কেহ অসুর হই, কেহ সাহারা, কেহ বিভূতিরাস হইয়া জগত-জীবকে উদ্ধার কার্য্যে অগ্রসর হই। বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে যদি জ্ঞানের পরিসরতা বাড়িত তবে এরূপ বিশ্বনাশক-মহা আহবের সূচনা হইতে পারিত না। কেহ বলিতেছেন আমিই প্রকৃত জ্ঞানী—আমিই তাই লোকহিতৈষণা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমার দেশে প্রতিজনে এক মণ গম, এক মণ ছোলা, এক মণ ঘি প্রতিবারে পিলিতে পারিতেছে। হে দেহী! হে নিদেহী! অখিলবে আমার জড়বস্তুতন্ত্রের তান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলাফল উপলব্ধি করিয়া বল—বেদ মিথ্যা, তন্ত্র মিথ্যা, বাইবেল মিথ্যা, কোরাণ পুরাণ সব মিথ্যা, সব উদ্ভট, সব জুয়াচ্চুরি!

চিদ্‌জীবের জড় অভিনিবেশ বৃদ্ধি করিয়া যে উন্নতি তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ। জড়উপায়ে, জড়ইন্দ্রিয়মনের সাহায্যে যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞানতা। সেই অজ্ঞান অন্ধকারে আজি আলোর দিশারী নাই—আছে মরণ-আবাহনকারী এ্যাটম্ বোমার ধ্বনি। সত্যের সন্ধানী এখনও এই ধ্বনি শুনিয়া ওপথ হইতে সরিয়া আইস! এই জ্ঞানের বিভীষিকা তোমার সত্তার ধর্ম্মকে কুক্ষিগত করিবে। ভারতীয় ঋষির অভয় বাণী অগ্রাহ্য করিও না। এই যুগসন্ধিক্ষণে অবোধ

শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠুক। আবার ভারতে সত্যের আলো দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ুক! ভারতের বাণী ভারতের মাতা, ভারতের ভাই, ভারতের ভগ্নী সমস্বরে বল—ভারতের বেদ সত্য, ভারতের যজ্ঞ সত্য, ভারতের ঋষি সত্য, ভারতের গীতা গায়ত্রী সত্য, ভারতের ধ্যান সত্য—ভারতের ধ্যেয় সত্য ভারতের অনুভূতিই সত্যানুভূতি। সেই সত্যানুভূতিই তোমার বল, তোমার শক্তি, তোমার সাধনা তোমার সিদ্ধি! প্রার্থনা কর হে ভগবান, আমাকে সত্যানুভূতি দান কর! আমাকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে লইয়া চল! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমাকে তুমিই তোমার শিষ্য কর। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

যে বুদ্ধি যোগের দ্বারা অপরোক্ষ সত্যানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা মানুষের এই প্রাকৃত বুদ্ধি নহে। সেইজন্য কেহ সেই বুদ্ধিযোগকে দান না করিলে পাইবার উপায় নাই তাহাই শ্রীগীতার এই কথায় স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি এই সত্যানুভূতিকে পাইয়াছেন, তিনিই ইহা অপরের হৃদয়ে জাগাইতে পারেন। অপরে তাঁহা অপেক্ষা পুঁথিপড়া জ্ঞানে পণ্ডিত হইলেও তাহা পারে না। ভারতীয় জ্ঞানের ইহাই বিশিষ্ট ধারা। ভারতীয় এই বিশিষ্ট জ্ঞান বক্তৃতা, পঠন, পাঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়া দিবার উপায় নাই। একমাত্র অনুভূতি হইতেই অনুভূতিকে জাগ্রত করা যায়। প্রদীপ হইতেই প্রদীপকে জ্বালা যায়। জ্বলন্ত প্রদীপশিখা যেখানে বর্ত্তমান সেখানে যুক্তিবিচারের কোন প্রয়োজন নাই। এই জ্ঞানও যাহা অনুভূতিও তাহা। জ্ঞান অবাঙ্‌মনসোগোচর। যদি এই জ্ঞান-বস্তু বাক্য ও মনের অতীত বস্তু হইল তাহা হইলেতো তাহাকে আর পাইবার চেষ্টাই বৃথা হয়। এই অবাঙমনসো বলিতে প্রাকৃত বাক্য ও প্রাকৃত মনের অতীত বুঝিতে হইবে। একেবারেই যদি অগোচর বস্তু হইত তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারিত না, তাহা প্রাপ্তির কোন সাধন থাকিতে পারিত না। কারণ মানুষের সাধনা তো এই প্রাকৃত দেহমন লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। যাহারা প্রযত্নশীল তাহারাই ঈশ্বরের এই কৃপা পাইবার যোগ্য, অপরে নহে। 'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু সিদ্ধ নয়।' এই প্রযত্নশীলতাই হইতেছে উন্মুখতা-সাধন। উন্মুখ না হইলে এই জ্ঞান বা অনুভূতির বস্তুকে ধারণা করা যাইবে না। যেমন অবিশ্রাম বারিধারায় একটা শূন্য ভাণ্ডকে উপুড় করিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহার মধ্যে এক বিন্দু বারিও প্রবেশ করিতে পারে না; তদ্রূপ জীব উন্মুখ না হইলে সদয় জলদস্থলা শ্রীভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে

পারিবে না। এই প্রকার উন্মুখ-জীব শ্রীভগবানের অবিরল করুণা ধারা হইতে কখনই বঞ্চিত হয় নাই। পরীক্ষা করুন! অগ্রসর হউন!

উন্মুখতার মাত্রা যতই বস্তুর নিকটবর্তী হইবে ততই সেই বস্তুর উপলব্ধি ঘটিবে। উপলব্ধি আসিবে বস্তুর ধর্ম্ম বশতঃ—সেই বস্তু হইতে। শ্রীভগবান অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু আর জীবও অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু; অতএব অপ্রাকৃত জীবে অপ্রাকৃত ভগবানের অনুভূতি অসম্ভব ব্যাপার নহে। বরং এই ভগবৎ অনুভূতি পাওয়াটাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত তাহার চরম সার্থকতা আর কিছুতে থাকিতে পারে না। স্বরূপের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ পাইলে, এই ধর্ম্মের আলোতে অপর কাঁহার সহিত কি সম্পর্ক এবং জগতে সেই সম্বন্ধের কর্ত্তব্যই বা কি তাহা স্বভাবতই উপলব্ধি হইবে। অন্ধকারে চলা কত বিড়ম্বনা! সত্যের আলো জ্বেলে সব দেখে শুনে চলা সহজ হয় না কি?

অপরোক্ষ অনুভূতিতে পৌঁছাইতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। একটী হইতেছে জীবের উন্মুখতা; এই উন্মুখতা সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। অপর বিষয়টী হইতেছে শ্রীভগবানের করুণা। ভগবৎ করুণার অপ্রাচুর্য্য নাই। শ্রীভগবানের করুণা অসংখ্য গুরুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। জনকজননীরূপে, মাতা ও পিতারূপে, ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় স্বজন, পতি পত্নীরূপে, প্রাকৃত জ্ঞানের শিক্ষকরূপে অবতীর্ণ এই গুরুশক্তি। এই গুরুশক্তি আমাদের বিদ্যালয়ে বর্ণ পরিচয়ে, এই গুরুশক্তি আমাদের আপদে বিপদে, সহায়ে সম্পদে সর্ব্বত্র ত্রাণ কর্ত্তারূপে বিহার করিতেছেন। যে শক্তি আমাদের সকল অভাব পূরণ করিতেছেন, তিনি কি আমাদের একটী অভাব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন? তাহা হইতে পারে না, কেননা এই গুরুশক্তির ধর্ম্মই জীবকে সর্ব্বতোভাবে অভাব বা দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করা। যে অভাবটী আমাদের বড় অভাব, যে সত্যানুভূতি আমার সত্তার প্রকৃষ্ট উৎকর্ষ, যাহা না পাইলে আমার জীবন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, সেই অভাব সম্বন্ধে তিনি কখনই উদাসীন নহেন। এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় সেই ব্যবস্থাটীও আমার জন্য রহিয়াছে। প্রাকৃত বুদ্ধির প্রকৃত চেষ্টার দ্বারা তাহার সন্ধান মেলা দুর্ঘট। আর ধরিয়া লইলাম যদিবা মিলে তাহাতে আমার প্রয়োজন-সিদ্ধি ঘটিতে পারিবে না। কারণ আমার প্রতীতি বা অভিমুখতা নাই। এই অভিমুখতা আমার মধ্যে আসিলে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পর মিলিত হয় তদ্রূপ ঘটনা ঘটিবে। এই অপূর্ব্ব ঘটনা যাহার ঘটে নাই তাহার প্রাকৃত বুদ্ধিজাত দোষে ইহা উপলব্ধি করিবার উপায়

নাই। যাহার ঘটিয়াছে তাহার সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। প্রাকৃত পশুর মত গুরুশক্তিকে কোন প্রাকৃত বস্তুর বিনিময়ে আহরণ করা সম্ভব নহে। এইরূপ প্রাকৃত চেষ্টা বিফলবতী হইতে বাধ্য। তাই শুনা যায় গুরু দোষায়! মৃৎভাণ্ড তৈয়ার করিবার জন্য যেমন উপযুক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন তদ্রূপ যোগ্য কুম্ভকারেরও প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে শিষ্য উন্মুখ হইলেই গুরু আপনি আসিবেন। কারণ কুম্ভকারের ন্যায় গুরু প্রাকৃত জীব নহেন। তিনি সর্ব্বদাই জ্ঞাত আছেন, কোন্ জীবের হৃদয় গুহায় আবাহন-সুর নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। সদানন্দ শিব সেখানে স্বয়ং প্রকাশিত হন্।

॥ সমাপ্ত ॥

—•—

অনুরাগী

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

মায়ার কঠিন বাঁধন লাগি'
নয়নে মোর অশ্রু ঝরে,
আলোর রেখা পাই না খুঁজে
জীবন ভরা অন্ধকারে।
মন চাহে মোর মুক্ত হয়ে
ছুটে যেতে তোমার কাছে
জানিনা কি মন্ত্রবলে
ফিরে চলি গৃহের মাঝে।
চিত্ত মম ব্যাকুল প্রিয়
তোমার মধুর পরশ লাগি'
দিনের শেষে নিও ডেকে
আমি তোমার অনুরাগী।

—•—

শ্রীগৌরাঙ্গদেব

[শ্রীঅনিলবরণ দাশ এম্-এ, কাব্যপুরাণতীর্থ]

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই"।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ-অবস্থা রসিক ভক্ত মনে যে রসোচ্ছ্বাস আনিয়াছিল তাহা শ্রীগৌরলীলার বিভিন্ন পদে পরিচিত।

রসময় অখিল রসের উৎস। তিনি মধুময়। তিনি সুন্দর। রূপময়, প্রেমময়, সমস্তই তাঁহার মধুর। রূপের তাঁহার সীমা নাই, রূপের ছটায় সমস্ত আলোকিত। তাঁহার রূপে বিশ্বভুবন রূপময়। "যে রসঘনমূর্ত্তি একদা বৃন্দাবনের গোপগোপীগণের মধ্যে রস সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই আবার রাধা প্রেমাস্বাদনের নিমিত্ত গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্তীর পৃথিবীতে স্বর্গের অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিলেন।

যে প্রেমময় মূর্ত্তি একদা নদীয়াকে প্রেমের প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছিলেন তাঁহাকে ভক্তের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া রাখিয়াছেন পদকর্ত্তাগণ অমূল্য পদাবলীর রূপে। গোরারূপে ভুবন আলো। সে রূপের পাথার। তাহার থৈ পাওয়া যায় না। সে মাধুরী দেখিলে কুলশীল রাখা দায়। যে যেইরূপ দেখিয়াছে তাহার "শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা। জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা"।

মথুরাবাসীগণ কৃষ্ণরূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। সখা বন্ধু পুত্র প্রভৃতি রূপে এক একজন দেখিয়াছিল। ভক্তমনের বাসনা অনুরূপ ভগবানের রূপ। "যার মন যেমন। কৃষ্ণ তার তেমন।" সাধারণ দৃষ্টি রূপের পাগল। গৌরাঙ্গরূপ নদের সকলকে পাগল করিয়াছিল।

'ঢল ঢল কাঁচা সোণার বরণ'-গৌরাঙ্গ অবলম্বনে পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, প্রভৃতি বিষয়ক পদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অভক্ত ইহাতে অন্য অর্থ আরোপ করিয়া থাকে। মধুর রসের ভক্ত ব্রজভাবে মত্ত। শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা অন্যভাবে দেখিবেন কেন? তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর এবং নিজেদিগকে নাগরী ভাবিয়া যে ভুবন-ভোলানো রূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দনের সহিত পদাবলীর শব্দঝঙ্কার নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। পদাবলীর মাধুর্য্য বর্ষ নির্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করিয়া তোলে। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী আজ তাহার

প্রাণকেন্দ্র হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে, আজ আর বাঙ্গালী তেমন করিয়া "যমুনা জলকূলে মঞ্জুল কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে" উপভোগ করিতে পারেনা। তবুও পদাবলী প্রাণে এক মোহ আনে। মনপ্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

গৌর পদাবলীর যথার্থ রসের সন্ধান দেন ঠাকুর নরহরি সরকার। তিনি যে সময় পদরচনা করেন সে সময়টা পদাবলী সাহিত্যের এক সংকটময় কাল। একদিকে ছিল হরিনামে মত্ত আচণ্ডালের ধর্ম্মোন্মত্ততা, অপরদিকে বৈষ্ণবীয় বিধি নিষেধের প্রচার। নদীর চলার পথে প্রস্তরের বাধার ন্যায় পদাবলীর রসধারার সম্মুখে কঠোর অনুশাসন!

নরহরি সরকার ঠাকুর মধুরভাব অবলম্বনে রচনা করিলেন গৌরলীলার পদ। সরকার ঠাকুরের সরল ভাব ও সরল ভাষার পদ আজও সকলের কাছে আদরণীয়।

মরম কহিব সজনি কায়, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক নেহারিতে হেরি এ গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলি গৌরাঙ্গ ময়।
এ দুটি নয়নে কত বা হেরিব লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ শয়নে গৌরাঙ্গ কি হৈল আমারে সখি॥
পথে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ হেরিএ সদা
নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ হিয়ায় রহল বাঁধা॥

ভক্তের হিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর হিয়াতেও বাঁধা। বহু বৎসর অতীত হইলেও সে বন্ধন শিথিল হইলনা। যেদিন শিথিল হইবে সেদিন বাঙ্গালীর দুর্দ্দিন। "নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে" হেলিতে দুলিতে যিনি যাইতেন আজও বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

—•—

প্রার্থনা

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ]

ভোরের পাখী ডেকে উঠে দিনের সূচনা জানায়। চোখ তাকিয়ে ভাবি ঠাকুর, পথের নিশানা যেন পথের আড়াল হয়ে না যায়। "পথিক তুমি পথ হারিয়েছ'—এ সতর্কবাণী কতবার মনে সাড়া দিয়ে গেছে কিন্তু কই এ রক্তমাংসে গড়া খাঁচার 'আমিটাকে' ঠিকপথে চালাবার শক্তি! শক্তি পাব এমন আকুলতা কোথায়? নেতারা আসবেন, সভাপতি আসবেন সে জন্যে কত চিন্তা, কত কর্মপ্রবণতা, কিন্তু হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রাণপতিকে বসাবার কি করেছি! আমি কি করে তোমার পূজার আয়োজন করবো, দুর্বলের বল তুমি—তুমিই পথ করে দাও! কাঁকরে ঢেলায় পথ বন্ধুর; তোমার প্রেমবারি ঢেলে উপযুক্ত করে নাও!

পুবে আলো দেখা দেয়, মঙ্গল আরতির মধুর আওয়াজ কানে ভেসে আসে। আবার পাখি ডেকে ওঠে। মনে ভাবি পাখিদের তো সময় জানাবার ঘড়ি নেই, তারা তো আমাদের অপেক্ষা অনেক স্বাধীন, আমাদের মত তাদের তো ছেলে মেয়ের পড়া, বাজার, অফিস চিন্তায় বিভোর থাকতে হয় না! তবু তারা আলস্যে ভর করে চলে না প্রকৃতির নিয়ম, স্বাস্থ্যকামীর ধর্মার্থীর নিয়ম আমাদের পুঁথিগত থাকে। বোধ থাকলেও আচরণ নেই। পাখি তো পণ্ডিত নয় কিন্তু জাগ্রত, তাই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, উঠো জাগো, জগন্নাথের জগৎ-শোভা দেখ।

উঠে ঠাকুরের প্রণতি গাব কি, মনেই সব থাকে না, মনের এ অমানিশার ভোর কবে হবে ঠাকুর! 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা!' মুখে বলছি একথা অথচ মনে মনে চিন্তা করছি কত সং সাজার কথা, চিন্তাস্রোত সব ডুবিয়ে দিচ্ছে। দেবতার আসন পাতবো কিন্তু 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'—সংসারের 'সং' বাহাদুর, মান-যশ-প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশী, ভক্তির জায়গা তো খালি রাখেনি। কর্মবন্ধন বিনাশ, তাও কি সম্ভব! গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষার জন্যে ছিল সুদর্শন, আমাদের কর্মবন্ধন রক্ষায় আছে প্রমত্ত-মন।

কর্মবন্ধন-বিনাশ যখন সম্ভব নয় মিলে মিশে থাকা যাক্, দেখি কি হয়। মহাপ্রভুর কথা "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া" কিন্তু হায়, এ অনাসক্তির শক্তি, পাব কোথায়! "কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।" কর্তৃত্ববোধ ও বিষয়বুদ্ধির পরিসমাপ্তি কবে কি ভাবে আমার মধ্যে আসবে!

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন—'মুখে নামের মিছরির টুক্‌রোটা রেখে কাজ করে যাও।' নামের শক্তি নাকি নামী থেকেও বেশী। কিন্তু 'সতত পরন্ত' তাও সে পারি না!

'নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি।' ঠাকুর বলেছেন—'নাম করতে করতে আনন্দ সাগরে ডুবে যাবি তখন নামই পেয়ে বসবে।' শক্তি দাও—আসক্তিটা ঝেড়ে ফেলে অনুভব করি যেন তোমার মধুর আকর্ষণ, অনুকূল বাতাসে দোল খেতে খেতে এগিয়ে যাই যেন সেই লীলানিকেতনের পথে।

কত সুর ভেসে আসে দিনের শতসহস্র কোলাহলের ভেতর দিয়ে—কত চেনা অচেনা সুর তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে যায়। সুরের আশায় সংসারের সুরে সুর মেলাতে যাই—কিন্তু

"বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগিরে।"

বেসুরো হলেও চেষ্টার ত্রুটি নেই। 'কমল দল জল জীবন টলমল' তবুও 'আমার' 'তোমার' এ ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। 'আমার' আর 'তোমার'—এ দুটোকে মন থেকে সরাতে পারছি কই, সরাতে পারলেই ব্যস্, আর ভাবনা নেই যার জিনিষ সেই ভাববে। শক্তি নেই, চেষ্টা—তাই বা কোথায়? একমাত্র ভরসা ঠাকুরের অভয়বাণী—"হেলায় শ্রদ্ধায় আমার নাম করলে তোর কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করবো—আমি শ্রদ্ধাদি কিছু চাইনা, কিছু চাইনা—আমার ভাণ্ডারে অফুরন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস আছে, তুই কেবল নাম কর, নাম কর। মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।"

দিনের কর্মবন্ধনের মধ্যে মন-ঘুড়ি কত লট্ খেয়ে, প্যাঁচ খেলে উঠছে নামছে। কতবার "পিয়াস লাগিয়া জলধ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।"

কতই না ভাবি, কতবার না কর্তা সেজে কর্মব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যাই কিন্তু 'হরি বিমুখী মন' সংসার আবর্তে এদিক ওদিক করে। দিনের আলো নিভে যায়, আঁধার ঘিরে আসে তার স্বাভাবিক নিয়মে।

"কেবলমাত্মসাৎ কুরু" এ বলার উপযুক্ত করে নিয়ে সব ভাবনার শেষ করে দাও ঠাকুর!

তোমাতে প্রবেশ যেন করি ভগবান।
আমাতে প্রবিষ্ট তুমি হও ভগবান॥

—•—

আলবার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিষ্ণুচিত্ত কন্যাটী ক্রোড়ে লইয়া বটপত্রশায়ী নারায়ণের সমীপে গমন করত তাঁহার চরণতলে রক্ষা করিলে—তাহাকে পালন করিবার আদেশ পাইলেন। জনকরাজ যেরূপ ভূগর্ভে সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে স্বীয় দুহিতাবোধে তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুচিত্ত লোক ললামভূতা কন্যাটীকে পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার জন্য মঙ্গল অনুষ্ঠান ও গোদা (অর্থাৎ মাল্যদাত্রী) নামকরণ করাইলেন। তৎকর্ত্তৃক পালিতা পোষিতা হইয়া গোদা শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতে বিষ্ণুপুর যেন অতি শোভনীয় দেখাইতে লাগিল। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়া ভক্তি করিতেন। গোদা বাল্যকাল হইতেই সদাচার ও জ্ঞান ভক্তি সম্পন্না হইলেন। কৃষ্ণনাম শুনিতে এবং জপ করিতে ভালবাসিতেন। পিতা বিষ্ণুচিত্ত তাঁহাকে লক্ষসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন। গোদা তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে জলদান করত পিতার সাহায্য করিতেন। ফুল তুলিয়া আনিয়া পিতার সহিত মালা গাঁথিতেন। পিতার অলক্ষ্যতে কোন কোন দিন মালা গাঁথিয়া স্বীয় করে বাহুতে কণ্ঠে ও কবরীতে ধারণ করত দর্পণের নিকট যাইয়া আপন মনে বলিতেন—'এই মালা পরিয়া নারায়ণের চেয়ে আমাকে কি সুন্দর দেখাইতেছে না—আমি কি নারায়ণের মনোমত হইব না ?' বিষ্ণুচিত্ত একদিন তদবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা, তুমি মালা পরিও না। ঠাকুরের ফুল ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথিয়া রাখিয়া দিও। মৃদুভাষিণী বালিকা সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে তিনি নীরবে বসিয়া শুনিতেন, প্রত্যহ পিতাকে ও বটপত্রশায়ী নারায়ণকে তিনবার প্রণাম করিতেন। যখন কেহ না থাকিত বটপত্রশায়ী নারায়ণের সহিত আপনমনে কত কথা কহিতেন।

বিষ্ণুচিত্ত নারায়ণের জন্য মালা গাঁথিয়া সাজিতে রক্ষা করত অন্যত্র গমন করিলে গোদা সেই মালা গলদেশে নিত্য ধারণ করিয়া দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া আপনাকে দেখিতেন আর হাস্য করিতেন। নারায়ণের সঙ্গে কথা কহিতেন। পরে পিতার ভয়ে সেই মালা সাজিতে রাখিয়া দিতেন। একদিন যবনিকার

অন্তরালে মাল্য ধারণ পূর্ব্বক দর্পণে মুখ দেখাইতেছেন এমন সময় বিষ্ণুচিত্ত তাহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—'ওমা, তুই ঠাকুরের মালা উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিলি—আজ আমি ঠাকুরকে কি দিব? যাক্ ঠাকুরের মালা পরিতে নাই, আর যেন কোন দিন পরিস্ না, ঠাকুর রাগ করিবেন।'

সেদিন আর বটপত্রশায়ী নারায়ণকে মাল্যদান করা হইল না। রাত্রে নারায়ণ নাম জপ করিতে করিতে বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন নারায়ণ বলিতেছেন, বিষ্ণুচিত্ত! তুমি নিত্য আমায় মালা দাও, কাল দাও নাই কেন? বিষ্ণুচিত্ত উত্তর করিলেন ভগবন্! আমার কন্যা যেই মালা ধারণ করিয়াছিল তজ্জন্য তাহা দিই নাই। বটপত্রশায়ী নারায়ণ বলিলেন, তোমার কন্যার পরিহিত মাল্য তাহার গাত্র সংলগ্ন হওয়ায় অধিকতর সুগন্ধ হয়, তাহা আমার অতি প্রিয়তম। নিত্য মালা গাঁথিয়া অগ্রে তাহাকে পরাইয়া তারপর আমাকে দিবে। আমি গোদার ধারণ করা মালাই চাহিতেছি।

বিষ্ণুচিত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন, গোদা সামান্যা মানবী নয় —সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পরদিন প্রাতে মালা গাঁথিয়া গোদাকে লইয়া তিনি বটপত্র-শায়ী নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে গোদার গলায় সুগন্ধ তুলসী ও পুষ্পমাল্য পরাইয়া তারপর সেই মালা নারায়ণকে পরাইলেন। ঠাকুরের প্রীতিপ্রফুল্ল বদনকমল দর্শনে বুঝিতে পারিলেন তিনি আজ অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। পরে প্রতিদিন অগ্রে গোদাকে পরাইয়া সেই মালা দ্বারা বটপত্র-শায়ীর কৈঙ্কর্য্য করিতে লাগিলেন।

গোদার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধিকার ন্যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় আনমনা হইয়া থাকেন। মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা কহেন। কুঞ্জে আসিতে বিলম্ব হইলে যেমন রাধিকা মান করিতেন, তদ্রূপ কোনদিন মান করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া কোনদিন বা যমুনা পুলিনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। শ্রীমতীর ন্যায় হৃৎকর্ণরসায়ন শ্যামসুন্দরের মোহন মুরলীরব গোদাকে অনুক্ষণ আহ্বান করিত।

গোপিকা জীবন শ্যামের বাঁশরী
গোপীর সর্ব্বস্ব ধন।
সুখের লহরী দিবস শর্ব্বরী
মজায় গোপীরমণ।

পশুপক্ষী আদি করে আকর্ষণ
গলায় পাষাণ হিয়া
তরুলতা আদি উদ্ভিদ নিচয়
সজীব, পুলক পাঞা।
বাঁশরী সুতানে যমুনা উজানে
উল্লাসে উধাও বয়।
যোগী যোগ ভুলে ধ্যানী ধ্যান টলে
সাগর স্তম্ভিত রয়।

গোদা সর্ব্বদাই গোবিন্দ চিন্তায় বিভোরা। বিষ্ণুচিত্ত তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, গোদার বিবাহের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে সুপাত্রে দান করার প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ অসামান্তরূপলাবণ্যগুণশালিনী কন্যার উপযুক্ত পতি কোথায় পাইব, হে বটপত্রশায়ী নারায়ণ, গোদা তোমার, তুমি গোদার বিবাহের ব্যবস্থা কর।

গোদা বুঝিতে পারিলেন পিতা তাঁহার বিবাহের জন্ত চিন্তা করিতেছেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন বাবা, আপনি আমার বিবাহের জন্ত ভাবিবেন না। আমি শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।

বিষ্ণুচিত্ত তাহা শুনিয়া আনন্দিত অন্তঃকরণে বলিলেন—উত্তম কথা, জগতে শ্রীভগবান নারায়ণের একশত আটটী বিশেষ স্থান আছে। সেই সকল তীর্থে তিনি অর্চ্চাবতার রূপে চিরকাল বিরাজমান আছেন। আমি তোমায় সেই সমস্ত দেবস্থিত অর্চ্চাবতারের নাম শুনাইতেছি। তাঁহাদের মধ্যে তোমার যাঁহাকে অভিপ্রায় হয় বরণ করিও। এই কথা বলিয়া তিনি দিব্যদেশ ও অর্চ্চাবতার সমূহের নাম বলিতে লাগিলেন। আমোদ লোকে ভগবান প্রদ্যুম্ন নিবাস করেন, সামোদলোকে অনিরুদ্ধ, সত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু, সূর্য্যমণ্ডলে ভগবান পদ্মাক্ষ শ্বেতদ্বীপে ভগবান হরি, ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত শয়নে ভগবান শেষশায়ী, বদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণ, নৈমিষ্যারণ্যে ভগবান হরি, হরিক্ষেত্রে ভগবান শালগ্রাম, অযোধ্যায় ভগবান রাঘবেন্দ্র, মথুরায় ভগবান বালকৃষ্ণ, মায়াপুরীতে ভগবান মধুসূদন, কাশীধামে ভোগীন্দ্রশয়ন, অবন্তীতে অবন্তীনাথ, দ্বারকায় যাদবেন্দ্র, নন্দব্রজে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে নন্দসুত, কালীয় হ্রদে গোবিন্দ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপবেশ, গোমন্ত পর্ব্বত শিখরে শ্রীশৌরি, হরিদ্বারে জগৎপতি, প্রয়াগে মাধব, গয়াতীর্থে গদাধর, গঙ্গাসাগরে ভগবান বিষ্ণু, চিত্রকূটে শ্রীরাঘব, নন্দিগ্রামে রাক্ষসঘ্ন, প্রভাসে বিশ্বরূপ, কুর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্ম, নীলাদ্রিতে শ্রীপুরুষোত্তম, সিংহাদ্রিতে শ্রীনৃসিংহ,

তুলসীবনে শ্রীগদী, শ্বেতাচলে শ্রীনৃসিংহ, পরমাত্মক্ষেত্রে শ্রীসাক্ষীনারায়ণ, গোদাবরীতটে ধর্মপুরীতে শ্রীযোগানন্দ, কৃষ্ণবেণীতীর কাকুলায় শ্রীআদিনায়ক, অহোবলে হিরণ্যাহক, পাণ্ডুরঙ্গে অরবিন্দাক্ষ বিঠ্‌ঠলদেব, বেঙ্কটাদ্রিতে শ্রীশ্রীনিবাস, আরামে শ্রীহরি, যাদবাদ্রিতে শ্রীনারায়ণ, ঘটিকাদ্রিতে শ্রীনৃসিংহ, কাঞ্চিতে ভক্তমন্দার এবং কমললোচন, বরদরাজ, গৃধ্র সরোবরে শ্রীবিজয় রাঘব, বীক্ষারণ্যে হস্তাপনাশন সরোবরে শ্রীবীর রাঘব, তোতাদ্রিতে ভুজশয়ন, গজস্থলে গজার্চ্চিত, বলিপুরে মহাবল, ভক্তিসারক্ষেত্রে শ্রীজগৎপতি। গোপপুরীতে গোপতি, শ্রীবৃক্ষক্ষেত্রে মহাবরাহ, মোহিতক্ষেত্রে শ্রীপদ্মলোচন, কাবেরীতে শ্রীরঙ্গনাথ, রামক্ষেত্রে জানকীরমণ, শ্রীনিবাসস্থলে পূর্ণ ভগবান, স্বর্ণ নগরে শ্রীসুবর্ণাক্ষ, ব্যাঘ্রনগরে মহাবাহু, আদ্যশনগরে শ্রীহরি, উৎপলাবর্ত্তে শ্রীশৌরি, মণিকোটীতে মহাপ্রভু, কৃষ্ণনগরে মহাকৃষ্ণ, বিষ্ণুপদে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্বেতাদ্রিতে শ্রীশ্বেতমূর্ত্তি, অগ্নিহোত্রপুরে স্বরপ্রিয়, ভৃগুস্থানে ভার্গব, বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্রে মাধব, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তসখা, চক্রতীর্থে সুদর্শন, কুম্ভকোণে শার্ঙ্গপাণি, ভূতিকরণে শার্ঙ্গী, কলিক্ষেত্রে গজার্চ্চিত, চিত্রকূটে গোবিন্দ, উত্তমাপুরীতে অনুত্তম, শ্বেতপর্ব্বতে শ্রীপদ্মলোচন, পার্থস্থলে হৃষীকেশ, কৃষ্ণকোটে মধুসূদন, নন্দপুরীতে মহানন্দ, বৃদ্ধপুরীতে বৃষাশ্রয়, সঙ্গমগ্রামে শ্রীধর, শরণগ্রামে শরণ্য, ধানুষ্কক্ষেত্রে শ্রীজগদীশ্বর, মৌদ্গলে কালমেঘ, মথুরায় সুন্দর, বৃষভ পর্ব্বতে পরম স্বামী, গুণক্ষেত্রে শ্রীনাথ, কুরুকায় রমাসখা, গোষ্ঠীপুরে গোষ্ঠীপতি, দর্ভশয়নে শ্রীপরিস্তরাঘব, ধর্মপুরীতে শ্রীশৌরি, ভ্রমরস্থানে বলাঢ্য, কুরঙ্গক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু বদন, একশুটীতে বিষ্ণু, ক্ষুদ্রনদীতটে অচ্যুত, অনন্ত শয়নে পদ্মনাভ।

পিতা বিষ্ণুচিত্ত একে একে ১০৮টী দিব্য দেশস্থিত অর্চ্চাবতারের কথা বলিলে —গোদা জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা, রঙ্গনাথ কোথায় আছেন? বিষ্ণুচিত্ত বলিলেন কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গম নামক নগরে—সপ্ত প্রাকার শোভিত মন্দিরে— অনন্তশয়নে শ্রীরঙ্গনাথ শয়ন করিয়া আছেন, করুণাপারাবার রঙ্গনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। শ্রীরঙ্গনাথের কথা শুনিতে শুনিতে গোদার শরীর রোমাঞ্চিত—নয়নযুগল অশ্রুপরিপূর্ণ হইল, তদ্দর্শনে বিষ্ণুচিত্ত বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীরঙ্গনাথই গোদার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—উত্তম, তাহাই হইবে, রঙ্গনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করিব।

অতঃপর গোদার মুখে অন্য কথা নাই, কেবল—রঙ্গ রঙ্গ! আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যাইল, তিনি অনুক্ষণ রঙ্গনাথের ধ্যানে নিমগ্না, কখন বলেন রঙ্গনাথ কবে আসিয়া আমায় গ্রহণ করিবে। তোমার বিরহ যে আর আমি সহ্য করিতে

পারিতেছি না, এস এস আমার তোমার করিয়া লও। শ্রীমতী রাধারাণীর মত প্রিয়বিরহে তিনি অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। বিচূর্চিত কন্যার অবস্থা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোথায় শ্রীভগবান রঙ্গনায়ক আর গোদা কোথায়! কি প্রকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে! কন্যা আমার উত্তম পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে সত্য—কিন্তু উভয়ের মিলনের উপায় কি? একদিন শয়ন কালে রঙ্গনাথের চরণে সমস্ত নিবেদন করত নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে দেখা দিয়া শ্রীরঙ্গনাথ বলিলেন—কেন চিন্তিত হইতেছ, আমি শীঘ্র গোদাকে লইয়া আসিব। নিদ্রাভঙ্গে আনন্দিতমনে গোদাকে সেই কথা বলিলেন।

গোদা রঙ্গনাথের প্রীতির জন্য ধনুর্মাস ব্রত করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কাত্যায়নী ব্রত করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন।

হেমন্তে প্রথমে মাসে নন্দব্রজ কুমারিকাঃ।
চরন্ত্বিষ্য ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনং ব্রতম্॥

ব্রজ কুমারীগণ হেমন্তে প্রথম মাসে হবিষ্যভোজন করত কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। গোদা ব্রত আরম্ভ করিলেন। সুন্দরবর রঙ্গনাথকে স্বগৃহে স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা নিরতা হইলেন। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করত 'রঙ্গ রঙ্গ' জপ করিতে করিতে স্নানানন্তর শুভ্রবস্ত্র পরিধান ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পীতাম্বর ও অন্যান্য ভূষণ সমূহের দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত ও গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কর্পূর তাম্বূল আদির দ্বারা অর্চ্চনান্তে দ্রাবিড় ভাষায় একটী মনোহর গাথা রচনা করিয়া তাঁহাকে দিতেন। পরে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন—

রঙ্গেশ করুণাসিন্ধো মৎপাণি গ্রহণং কুরু।
ত্বাং বিনাঙ্গং ন জানামি সত্যং বচ্মি নমোঽস্তুতে॥

গোদা একবারমাত্র হবিষ্য ভোজন, ভূমিতে শয়ন ও সমস্ত ভোগত্যাগ করিয়া একমাসকাল প্রত্যহ রঙ্গনাথের পূজা এবং একটী করিয়া গাথার দ্বারা তাঁহার স্তব করত মার্গশীর্ষ মাস যাপন করিলেন। তাঁহার তামিল ত্রিশটী গাথার নাম "তিরুপ্পাবৈ" অর্থাৎ—শ্রীব্রত। একটী গাথায় বলিয়াছেন—

"লোকে বর্ত্তমানা অস্মাভিরপ্যস্মদ্ ব্রতস্য কর্ত্তব্যাঃ ক্রিয়াঃ শৃণুত ক্ষীরসমুদ্রে নিশ্চলং নিদ্রানস্য পরমস্য পদং গীত্বা ঘৃতং নাশ্নো দুগ্ধং নাশ্নো নিত্যং প্রাতরব যাহ্যজন মন্ত্রা ন লিখনঃ পুষ্প মাদায় স্বয়ং কেশানবধ্নীমো অনাচরিতায় কৃষ্ণঃ কুরোক্তিং শত্বা ন বদামো বর্ষং ভিক্ষাক যথাশক্তি হস্তেন তাম্বচ্ছন্দঃ।"

—আমার এই ব্রতের কর্ত্তব্য ক্রিয়া শ্রবণ কর। ক্ষীরসমুদ্রে নিশ্চলভাবে শয়নকারি পরম পুরুষের পদ গান করিয়া ঘৃত ভোজন করিব না, দুগ্ধ খাইব না, নিত্য প্রাতে অবগাহন করিব, অঞ্জন ধারণ করিব না—পুষ্পের দ্বারা কেশবন্ধন করিব না, অনাচার করিব না, কুবাক্য বলিব না। হস্তের দ্বারা যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ ও ভিক্ষাদান করিব। এই আমার অভিপ্রায়। অপর একটী গাথায় বলিয়াছেন—

কুরুষ্বে যদি মে দেব পাণিগ্রহণ মঙ্গলম্।
ক্ষীরান্নেক সংযুক্ত ঘৃতান্নস্ত ঘটীশতম্। ৩।
সমর্পয়ে হরে তুভ্যং নবনীত ঘটীশতম্। —প্রঃ, ৫৩ অঃ

হে দেব! তুমি যদি আমার পাণি গ্রহণ কর তাহা হইলে ক্ষীরাদি বহুদ্রব্য সংযুক্ত একশত ঘটী পায়স একশত ঘটী নবনীত সমর্পণ করিব।

গোদার যেদিন ব্রতসাঙ্গ হইল সেই রাত্রে রঙ্গনাথ স্বপ্নে দর্শনদান করিয়া বলিলেন, অয়ি কল্যাণি, তোমার ধনুর্মাস ব্রত এবং স্তবের দ্বারা আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, শীঘ্রই তোমার পাণি গ্রহণ করিব। তুমি নিয়ম ত্যাগ করিয়া অন্নব্যঞ্জন সুপ ঘৃত মাল্যাদি ভোগ্যবস্তু গ্রহণ কর।

গোদার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, আনন্দিতমনে পিতাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। কবে রঙ্গনাথ বিবাহ করিবেন—এই চিন্তায় তন্ময় হইয়া রহিলেন।

এদিকে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রধান অর্চ্চককে স্বপ্নে বলিলেন, আমার সমস্ত মঙ্গল বাদিত্র ছত্র চামর হাতী ঘোড়া বাহির হইবার যাহা কিছু দ্রব্যসম্ভার ও নবরত্নময়ী শিবিকা লইয়া বহু লোকজন সহ ধন্বিপুরে বিষ্ণুচিত্তের বাটী গমন করত তাঁহার কন্যা গোদাকে এখানে লইয়া আইস, আমি তাহাকে বিবাহ করিব। তাঁহার অপূর্ব্ব আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তদনুরূপ লোকজন বাদ্যভাণ্ড লইয়া ধন্বিপুরে বিষ্ণুচিত্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া রঙ্গনাথের স্বপ্নাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

বিষ্ণুচিত্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বটপত্রশায়ী নারায়ণকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে নারায়ণ গোদাকে রঙ্গনগরে পাঠাইবার আদেশ করিলেন। রাজা বল্লভদেবকে আনিবার জন্য জনৈক শিষ্যকে পাঠাইলেন। গোদার আনন্দের সীমা নাই আজ তাঁহার সাধনার সিদ্ধিকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অচিরে প্রাণনাথ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রাজা বল্লভদেব এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার শুনিয়া চতুরঙ্গ বলসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানবী গোদাকে বিবাহ করিবার জন্য রঙ্গনাথ শিবিকা ও লোকজন পাঠাইয়াছেন এই অভূতপূর্ব্ব কথা যাহারা শুনিল তাহারাই শ্রীরঙ্গম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

যাত্রার শুভক্ষণে গোদা ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া বটপত্রশায়ী নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন। ঠাকুরটী হাসিমুখে গমনের অনুজ্ঞা দিলেন। গোদা শিবিকাতে আরোহণ করিলে শিবিকা পীতাম্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করা হইল। গোদা রঙ্গনাথের প্রিয়তমা, সাধারণ লোকের দৃষ্টি গোদার উপর যাহাতে না পতিত হয় তজ্জন্য এই আয়োজন।

বিচিত্র ধ্বজ পতাকা আদি লইয়া বহুলোক অগ্রে অগ্রে চলিল। তৎক্ষণাৎ দুন্দুভি পটহ ডিণ্ডিম ঝর্ঝর মর্দ্দল পনব আদি বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাদ্যকরগণ, অনন্তর রক্ষীপরিবেষ্টিত গোদার শিবিকা পশ্চাতে চতুরঙ্গবলসহ রাজা বল্লভদেব, অনন্তর ধন্বিপুর চোল ও পাণ্ড্যদেশের অঙ্গনিত নরনারী, আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার যাহার কর্ণগোচর হইতেছে, সেই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিপুল বাহিনীর অনুগমন করিতেছে।

আর গোদা শিবিকায় বসিয়া 'রঙ্গনাথ রঙ্গনাথ' জপ করিতেছেন। শরীর রোমাঞ্চিত, নয়নকমল হইতে একটী একটী করিয়া মুক্তা মালার ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, রক্তিম ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কম্পিত—সে অপূর্ব্ব শোভার দ্রষ্টা একমাত্র রঙ্গনাথ।

গোদা বিপুল বাহিনী সহ নিচুলা নগরে উপস্থিত হইলে প্রধান অর্চ্চক শ্রীরঙ্গনাথের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ধ্বজা পতাকা মালা প্রভৃতির দ্বারা সমগ্র রঙ্গনগর সজ্জিত করাইবার আদেশ দিলেন। নগর সুসজ্জিত করিয়া অর্চ্চক ও অন্য শ্রীরঙ্গবাসি নরনারিগণ গোদাকে আনয়ন করিবার জন্য অগ্রগমন করিলেন। দুইদলে একত্র হইয়া মহাসমারোহে এক এক করিয়া রঙ্গনাথ মন্দিরের ছয়টী প্রকার অতিক্রম করত সপ্তম প্রাকারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয় রঙ্গনাথের জয়, জয় গোদাদেবীর জয়, সহস্র সহস্র কণ্ঠের উচ্চ জয়নাদে রঙ্গমন্দির কম্পিত হইয়া উঠিল। নারীগণ উলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। লোককোলাহল উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওত মণ্ডপে প্রতিধ্বনিত হইয়া এক অশ্রুত-পূর্ব্ব মধুর ভৈরব-রবের সৃষ্টি করিল।

(ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ

বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা'র বার্ষিক তিরোভাবতিথি পূজা বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিরোভাবতিথি কৃষ্ণাতৃতীয়ায় তিথিকৃত্য সম্পন্ন হয়। নিম্নলিখিত স্থানসমূহের উৎসব-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে—(১) শ্রীকাশী-রামাশ্রম, (২) শ্রীরামাশ্রম—ডুমুরদহ, (৩) বালী (হাওড়া)—শ্রীযুক্ত রঞ্জিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন, (৪) ৪৯ বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব নাথ।

বালীর অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সদলে যোগদান করেন।

• • • •

শ্রীকাশী-রামাশ্রমে নবরাত্রিপর্বে নয়দিন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের আয়োজন করা

এই আশ্রমের সেবকগণ মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইতে প্রত্যহ নগরকীর্তন পরিচালনা করিতেছেন।

• • • • •

পলতাগড়-শ্রীরামাশ্রম শাখার কর্মিগণ বহুস্থানে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচার-তালিকায় এই সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—ত্রিবেণী, সেওড়াফুলী, বৈষ্ণবাটী, পলতাগড়, চন্দননগর, সিঙ্গুর, হরিপাল প্রভৃতি। ৯ই পৌষ হইতে ১০ই চৈত্রের মধ্যে বিভিন্ন দিনে এই প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হয়।

• • • •

শ্রীশ্রীদাশরথিমঠের সেবকগণ চৈত্রমাসে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার বহু গ্রামে শ্রীশ্রীনামপ্রচার করেন।

• • • •

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৩৩ পঞ্চষষ্টিতম আবির্ভাববর্ষ উপলক্ষ্যে শিবপুর (হাওড়া) অরগুরুসম্প্রদায় ১৬, ১৭ ও ১৮ই চৈত্র মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। এই উৎসবে নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা, নগরকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই চৈত্র এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। প্রধান-অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন ঝা মহাশয়।

স্থানীয় বহু নরনারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি উৎসবে আনন্দ বর্দ্ধন করে।

• • • • •

শিবপুর ও রামকৃষ্ণপুরের (হাওড়া) এই সকল ভক্তগণের বাসভবনে নিয়মিত শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন হইতেছে—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ মজুমদার (মাসের প্রতি শনিবারে); শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাইন (প্রতি বৃহস্পতিবারে); শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কুণ্ডু (প্রতি একাদশী); শ্রীযুক্ত শরদিন্দু সরকার (প্রতি পূর্ণিমা)।

• • • •

১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষ্যে শিবপুরের (হাওড়া) শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মজুমদারের বাসভবনে উদয়াস্ত নামযজ্ঞ হয়।

• • • •

শ্রীধ্যানানন্দ কিঙ্করের নেতৃত্বে জয়গুরু সম্প্রদায়ের একটি কীর্ত্তনদল ১৯শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত বিভিন্ন দিনে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার বহু পল্লীতে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন। মণ্ডলায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র মোদকের দল এবং কিঙ্কর শ্রীচিত্তাহরণ এই প্রচারকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন।

• • •

বৈশাখ মাসে তোড়গ্রাম-(হুগলি) জয়গুরু সম্প্রদায় এই পল্লীতে কয়েকটি নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। প্রতি উৎসবে বহু নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

• • • •

চাঁচাই (বর্দ্ধমান) হইতে শ্রীযুক্ত অভয়াপদ কাব্যতীর্থ লিখিয়াছেন—"নবগ্রামে শ্রীশ্রীসীতারামের ইচ্ছায় যে অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞ চলিতেছে তাহাতে যোগদানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে বলিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার লিখিত পত্র দেবযানে সকলে পাঠ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এদিকে উদাসীন। আপনারা এই বিষয়ে মনোযোগী হউন—আমি জয়গুরু সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীসেবাদাস গোস্বামী, শ্রীরাধাকান্ত পাল প্রমুখ দরিদ্র যুবকবৃন্দ গভীর নিষ্ঠার সহিত 'নাম' রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শক্তিগড়ের শ্রীরামনারায়ণ দত্ত নাম-মণ্ডপকে নবরূপ দান করিয়াছেন।"

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ডুমুরদহ-রাধারমণ সম্মিলন সমিতির ৪১শ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। হুগলিজেলা-শাসক শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গভূষণ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সদানন্দ চক্রবর্তী, ডক্টর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় এম্-এল-এ, শ্রীযুক্ত বিভূতি দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং স্থানীয় বহু নরনারী সভায় যোগদান করেন। বক্তাগণ সমিতির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়া ভাষণ প্রদান করেন। কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় এই মর্ম্মে বাণী প্রেরণ করেন—"আপনাদের শুচি সুন্দর গ্রামখানি সর্বদা মনে পড়ে। উত্তমাশ্রমের নাম ও কর্মধারা সর্বজনবিদিত। শ্রীশ্রীঠাকুর ডুমুরদহকে নবতীর্থ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি।"

এই পল্লীর সংগঠনে উত্তমাশ্রমাচার্য শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজীর কল্যাণ-প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসভূমিতে উপস্থিত হইয়া সভাপতি প্রমুখ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

১২ই ফাল্গুন রামানন্দ মঠের সেবক শ্রীমৎ মুক্তানন্দ কিঙ্কর নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বহু বর্ষ পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার নির্দিষ্ট পথে জীবন যাপন করিতেছিলেন। একনিষ্ঠ আশ্রমসেবকরূপে তিনি সকলের সুপরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শাশ্বতী-শান্তি প্রার্থনা করি।

২রা বৈশাখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক বিজুর (বর্দ্ধমান) গ্রামের শ্রীধর্মদাস পাত্র পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় বিজুর-জয়গুরু সম্প্রদায় ১১ই বৈশাখ শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে দিগসুই সাধন সমিতি ভবনে শ্রীশ্রীরামনাম মানস আবির্ভাব উৎসব পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাঠক মহারাজের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে যথারীতি পূজা, হোম এবং শ্রীশ্রীনাম সহ গ্রামে প্রদক্ষিণান্তে প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। উৎসবে শ্রীকিঙ্কর নারায়ণ দাস, গহড়পুর ত্রিবেণী; শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সিমলাগড়; শ্রীমনীন্দ্র নাথ দত্ত, কলিকাতা; শ্রীসুবল সখা শর্ম্মা, কাষ্ঠদহি; প্রভৃতি ভক্তগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত শ্রীরামনামের মোট সংগৃহীত সংখ্যা ৩৮,৩৬,১৪,৬৫৮।

সন ১৩৬২ সালের সংগৃহীত শ্রীরামনামের সংখ্যা ১৩,৪৯,৫০,৬৪৮। তন্মধ্যে এবৎসর নিম্নলিখিত সংখ্যা লিখিয়া—

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন	শ্রীশিবকৃষ্ণ কুণ্ডু, বেলুন, হুগলী	২৪,৯৭,৯৫০
দ্বিতীয়	শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারী, ত্রিবেণী, হুগলী	২৪,৭২,৩৬৯
তৃতীয়	শ্রীরাসগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯	১৯,২৩,৬৭৪

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
সাধন সমিতি

ভ্রম-সংশোধন

১৩৬৩-বৈশাখের দেবযানের ৫৭০ পৃষ্ঠায় ৩৪ নম্বরের ঠিকানাটি এইরূপ হইবে—বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আনন্দের দুলাল, তুই ভাবিস্ না! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী আমি, তুই আমার সন্তান, তুচ্ছ অর্থের কথা কেন ভাববি! ভাবতে হয় আমাকে ভাব। আমি তোর সব ভার নিয়ে রেখেছি, মাত্র নাম করে, ধ্যান করে তুই সে কথা বুঝে নে। ঘুমো ঘুমো—তুই আমার বুকে ঘুমো, আমি সব ঠিক করে দেবো।

পথিক! এ কল্পনা কি আনন্দের নয়? হাঁ, তুমি বলবে বাস্তব-জগতে ও কল্পনার মূল্য কি! বলি, বাস্তববাদী পথিক! তোমার বাস্তবটি কতক্ষণ—জানো কি? আজ-ই তোমার বা তোমার পোষ্যবর্গের বাস্তবত্বের চিহ্ন চিরদিনের জন্য মুছে যেতে পারে—তা জানো? এ কল্পনা নয়, এরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত দেখছ। যে বাস্তব ক্ষণপরে কোন্ অজানাদেশে চলে যায়—তাকে বাস্তব বলছ কি করে?

প্রকৃত বাস্তব ঐ শোন বেদ বলছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়। ওঠ জাগো, তোমায় আনন্দের রাজ্যে যেতে হবে। তুচ্ছ দেহ গেহ স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির অলীক সুখদুঃখে নিজেকে সুখীদুঃখী না মনে করে, চল মা মা বলতে বলতে মার আনন্দরাজ্যে। আর কল্পনায় দুঃখ ভোগ কোরো না, কল্পনা ত্যাগ কর। কল্পনা যদি ত্যাগ না করতে পার তো মা-র-আনন্দময় বুকে শুয়ে আছ—এই কল্পনা কর। মা দৃঢ় বাহুর বন্ধনে তোমায় বেঁধে রেখেছেন—মনে মনে চিন্তা কর, এতেই একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে—যাবেই।

—•—

শ্রীশ্রীসীতারামের করুণাধন্য

দত্ত এণ্ড পাইন ব্রাদার্স

আধুনিক স্বর্ণ শিল্পী

৯১।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রাবণ সংখ্যায় দেবযানের অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবে। ভাদ্র-১৩৬৩ হইতে নবম-বর্ষ আরম্ভ হইবে। নবম বর্ষ হইতে দেবযানের-বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আট আনা ধার্য্য হইল। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক শ্রাবণ মাসের, মধ্যে দেবযানের নবম বর্ষের গ্রাহক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মনিঅর্ডারে **নিম্ন ঠিকানায়** পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

যদি কেহ অনিবার্য্য কারণে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না করেন—দয়া করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যে পত্র দ্বারা আমাদের জানাইয়া দিবেন।

ভিঃ পিঃতে পাঠাইবার জন্য পত্র না লিখিলে—'দেবযান' ভিঃ পিঃ করা হইবে না।

পত্রে এবং মনিঅর্ডার-কুপনে নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন' শব্দটি উল্লেখ করিবেন।

বিনীত

শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ

দেবযান—কার্য্যাধ্যক্ষ

পোঃ—মগরা, হুগলি

এই

কেশ তৈল ভিন্ন রকমের!

কেয়ো-কার্পিন

সক্রিয় ভেষজ কেশ তৈল
এর কেরাটামাইন জাতীয় পদার্থটি
অসময়ে চুল পড়া বন্ধ করে
এবং ঘন নতুন চুল উৎপাদনে
সাহায্য করে।

৪ আঃ শিশির মূল্য :	
কাচের	২৸০
ধাতুর শিশিতে	৩৸০

আজকাই নিজুন, পরীক্ষা করুন

প্রস্তুতকারক :
কে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কেয়ো-কার্পিন বিভাগ
কলিকাতা-১৮, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

—জয়গুরু চিত্রভবন—

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও নানা দেবদেবীর ছবি বিক্রয় করা হয়—অল্পমূল্যে এবং উত্তমভাবে বাঁধাই হয়। এই ভবন শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত। সততাই আমাদের মূলধন। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

বিনীত

পরিচালক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র কোঙার

মগরা, (হুগলী)

ফোন ৩৩-৪১৬৯

দুর্লভ চন্দ্র সিংহ লিঃ

৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

হার্ডওয়্যার মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স

প্রসিদ্ধ হরিগঙ্গা মার্কা বালতি, ঢালাই কড়াই, কোদাল, তার-প্রেক, গাঁইতি, শোবেল, হ্যাঙ্গার, জালকাটি, ভেন্টিলেটার, স্ক্রু, কব্জা, বল্টুনট প্রভৃতি যাবতীয় লোহার মাল পাইকারী এবং খুচরা বিক্রয় হয়।

দুর্লভ চন্দ্র সিংহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জয় জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম

মাতৈঃ মাতৈঃ মাতৈঃ

ম্যালেরিয়া রোগে লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

জ্বর নিবারণ

এক অভূতপূর্ব্ব ফলপ্রদ মহৌষধ। গত ৩৪ বৎসর যাবত সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষত্ব এই যে সেবনকালীন স্নান ও পথ্যের কোন বাঁধাধরা নিয়ম পালন করিতে হয় না। জ্বরাবস্থায়ও ব্যবহার করা চলে।

কৃমি নিবারণ

আর একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। যাবতীয় কৃমিজনিত রোগ অতি অল্পকালে নিরাময় হয়। ক্ষুদে ও বড় কৃমি একমাত্রা ব্যবহারে—মলের সহিত নির্গত হয়, জোলাপের আবশ্যক নাই।

প্রস্তুতকারক :— করঞ্জ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পি ১৯ বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০

ফোন : ২৪-১১৭১

দেবযানের নিয়মাবলী

১। দেবযান মাসিক ধর্ম্ম-পত্র—প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। ২। দেবযানের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ৪৲ এবং প্রতি সংখ্যা ।৶০। আগামী ভাদ্র মাস হইতে দেবযানের বার্ষিক মূল্য ৫৲ এবং প্রতি সংখ্যা ।৵০ ধার্য্য হইল। ৩। গ্রাহক-মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—'দেবযান' কার্য্যাধ্যক্ষ, পোঃ মগরা, হুগলী। ৪। ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক ও তথ্যবহুল রচনা সাদরে গৃহীত হয়। ৫। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, "দেবযান" কার্য্যালয়, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাক টিকিট না থাকিলে ফেরত দেওয়া হয় না। ৬। মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক "দেবযান" কার্য্যালয়—পোঃ মগরা ঠিকানায় জানাইবেন।

৭। পত্রলেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং রিপ্লাই-কার্ড লিখিবেন। রিপ্লাই-কার্ড ভিন্ন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

বিজ্ঞাপনের হার

(ক) কভার ও বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখিলে জানান হয়।

(খ) অন্য বিজ্ঞাপন—

প্রতিমাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
"	সিকি পৃষ্ঠা	৮৲
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২০৲
"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১১০৲
"	সিকি পৃষ্ঠা	৬০৲

(গ) অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের টাকা রীতিমত সময় মধ্যে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক নষ্ট হইয়া গেলে অথবা সাবধানতা সত্ত্বেও হারাইয়া গেলে কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—১৷৷০; ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—১৸০; ৩। শ্রীশ্রী-নামমহিমামৃত—১৷৷০; ৪। ক্ষেপার ঝুলি (১ম খণ্ড)—১৷৷০; ৫। ঐ (২য় খণ্ড)—১৷৷০; ৬। শ্রীশ্রীতুলসীমহিমামৃত—১৷৷০; ৭। পাগলের খেয়াল (৩য় সং)—১।০; ৮। মহারসায়ন (৪র্থ সং)—১৲; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা (৩য় সং)—১৲; ১০। শ্রীশ্রীনামরসায়ন (২য় সং)—১৲; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲; ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (গুটুর পত্র)—৷৷৵০; ১৩। পুষ্প চন্দন—৷৷০; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—৷৷০; ১৫। সুধার ধারা (২য় সং)-৷৷০; ১৬। কথা রামায়ণ (১ম খণ্ড) ৩৲ ঐ বাঁধাই ৩৷৷০; ১৭। অভয় বাণী (পুস্তক)—।৵০; ১৮। শ্রীশ্রীরামনাম লিখন মহিমা—।০; ১৯। ত্রৈকালিক স্তবমালা (৪র্থ সং)।০; ২০। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—।৵০; ২১। ভক্তি দর্শন (শাণ্ডিল্য সূত্র)—১৷৷০; ২২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৸০; ২৩। শত পঞ্চ চৌপাই ২৪। গণেশের সন্ধ্যা; ২৫। শ্রীশ্রীগোপীগীতা; ২৬। আঁধারে আলো; ২৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম; ২৮। মহাব্রত; ২৯। দাস্য মধুর—২৲; ৩০। পত্রাবলী (১ম খণ্ড) ৸০; ৩১। বাণীমালা (১ম খণ্ড, ২সং)—৷৷৵০; ৩২। যুগবাণী—৵০; ৩৩। পূজার ফুল; ৩৪। ফুলমালা; ৩৫। কলির পথ—।০; ৩৬। শ্রীশ্রীওঙ্কারসহস্রগীতি—১৲; ৩৭। শিব-বিবাহ—১।০; ৩৮। দুটী কথা—।৵০; ৩৯। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য—৸০; ৪০। নাদলীলামৃত ৪৲, ৪৷৷০; ৪১। মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য—৵০; ৪২। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জ ভাস্কর (যন্ত্রস্থ); ৪৩। গুরুরত্নম্—৵০; ৪৪। হরিরত্নম্—৵০; ৪৫। রামসহস্রনাম—৵০

সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক:

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—৷৷০; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি)—কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ—১৷৷০; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ; ৪। নামের জয়—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—৵০। ৫। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারলীলা—কিঙ্কর গোবিন্দ দাস—৸০; ৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (২য় প্রবাহ)—৪৲; ৭। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲; ৮। পরিচিতি—শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী, এম্-এ, এল্-এল্-বি, (আই-পি)—৵০; ৯। ঐ হিন্দী (পরিচয়)—৵০।

অনুবাদ:

১। Road to Life Divine (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲; ২। Pages from a Crazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি)—S. Sil—১৷৷০; ৩। মহারসায়ন (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্-এ—১৲; ৪। ঐ (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—১৲; ৫। ঐ (উড়িয়া)—১৲ ৬। অভয় বাণী (হিন্দী)—।০; ৭। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর (হিন্দী যন্ত্রস্থ); ৮। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—।৵০;

[পরপৃষ্ঠায়

৯। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ; ১০। শ্রীশ্রীমহা সংকীর্ত্তন (হিন্দী)—শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী; ১১। বাণীমালা (হিন্দী); ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (হিন্দী) যন্ত্রস্থ—শ্রীহরি নন্দন ঝা, অধ্যা সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩। অভয় বাণী (হিন্দী)- ১৪। আঁধারে আলো (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী—৵ ১৫। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—।৵ ১৬। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ; ১৭। শ্রী মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী)—শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী; ১৮। ঐ (তেলেগু দাসশেষজী মহারাজ; ১৯। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (হিন্দী) যন্ত্রস্থ—অধ্যা শ্রীহরিনন্দন ঝা; ২০। ঐ (তেলেগু)—দাসশেষজী মহারাজ; ২১। বাণী (হিন্দী)—।০; ২২। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জিভাস্কর (হিন্দী)—যন্ত্রস্থ।

॥প্রাপ্তিস্থান॥ ১। শ্রীশ্যামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী।
২। দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ মগরা, হুগলী
৩। মহেশ লাইব্রেরী—কলিকাতা-১২।
৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—কলিকাতা-৬

নূতন ঘড়ি ক্রয় করিতে

পুরাতন ঘড়ি বিশুদ্ধভাবে মেরামত করিতে

আপনাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
মিড্‌লাণ্ড ওয়াচ কোং
১৭নং রাণাবাজার লেন, কলিকাতা
প্রোঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মগরা (হুগলী)

অনাদি বেকারী (বর্দ্ধমান)
রাণীসায়র, উত্তরঘাট
দেশী রুটী, বিস্কুটের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

—সম্পাদক—
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন

শ্রীরাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নার্টস্ লিমিটেড, ৩১বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত ও পোঃ মগরা, হুগলী হইতে প্রকাশিত।